বস্‌রাঈ-গুল্

মহম্মদ ইয়াসিন

১৯৩৩

মূল্য—এক টাকা

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক
১৩১, কড়েয়া রোড, কলিকাতা
হইতে প্রকাশিত।

গ্রন্থকারের অন্যান্য যন্ত্রস্থ পুস্তক

বিজ্ঞানে হকিকত

Dictionary of Botanical Language

উর্দ্দূ-গজল

(বাঙলা অক্ষরে—সটীক)

বাঙলা-উর্দ্দূ অভিধান

(বাঙলা অক্ষরে)

প্রাপ্তিস্থান :—

ইতি-কথা বুক-ডিপো

৩৮, কড়েয়া রোড,

কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায় বি-এ,
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড্ ১নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আভাষ

গজল ইস্‌লামিক সাহিত্যের অতি পুরাতন ও বাঙলা ভাষার নূতন জিনিষ। গজল খোদার সান্নিধ্য--প্রাপ্তি প্রয়াসীদের 'নেশার বুলি'। ইহাতে 'পিয়া' 'সাকী', 'শারাব্,' 'খোদা', 'বুৎ-পরস্তী', 'বুৎ-খানাহ্,' ইত্যাদির উল্লেখ প্রায়ই অনিবার্য্য। তিনটী মূল শব্দ— সাকী, পিয়া, ও বুৎ এর অধিকাংশ 'দিওয়ানের'-টীকা--কারেরা মানে করেন 'পীর'—দীক্ষাগুরু। কিন্তু প্রকৃত অর্থ সর্ব্বদা পীর নহে। ইহার প্রকৃত অর্থ, খোদার-পথের পথিকের 'পথে'র অতিক্রান্তাংশের উপর নির্ভর করে। এখানে সুফী-অভিধানের 'ইশ্‌কে-মেজাজী'র (নারী-মূর্ত্তিতে-বিকশিত সহজে-নিরীক্ষণীয় সৌন্দর্য্যে আসক্তি) ও 'ই্‌শকে-হাকীকী'র (ঐশী-প্রেমের) সম্পর্কে একটু আভাষ দিলে, কথাগুলির প্রয়োগ-তথ্য বোধ হয় খোলসা হবে। যে 'আশক' (প্রেমিক) আজ 'পিয়া' অর্থে পীর বোঝেন, তিনিই ঠিক একযুগ আগে, নিজের মনের গোপন পাঠশালে, গজলের 'পিয়া' শব্দে, 'পীর' বুঝ্‌তেন

কিনা সন্দেহ। হাফেজের গজলে উল্লিখিত 'সাকী,' তাঁর 'পীর'কেই নির্দ্দেশ কর্ছে বলে মানে কর্তে হবে বটে, কিন্তু হাফেজেরও এক কা'ল ছিল যখন 'সাকী, শব্দ হাফেজের অন্তরে, নারী-রূপিনী শাখ্-ঈ-নবাৎ (হাফেজ যৌবনে ইঁহার উপর আসক্ত ছিলেন) এরই ছবি ফুটিয়ে তুল্‌ত। খোদার ধ্যানের জন্য যে আত্ম--সমাবেশের দরকার, সেই আত্ম-সংযোগ-ক্ষমতা এক দিনের চেষ্টায় হয় না; এবং খোদার-চিন্তার মধ্যে, কাঁচা-মন ও কাঁচা-চোখকে আকুল-করা, আপাত-মনোরম এমন কিছুই নাই, যা' দেখে মানুষ আপনা-আপ্--নিই সে দিকে দৌড়ুবে। বহু সূফীর মত—সেই ক্ষমতা সহজে আস্‌বে, 'ইশ্‌কে-মেজাজী'র মারফতে। যিনি 'ইশ্‌কে-মেজাজী'তে ঝল্‌সা-পোড়া হননি, তাঁর পক্ষে যে 'ইশ্‌কে-হকীকী'তে পৌঁছান, অসম্ভব না হলেও, অতি দুরূহ, একথা সূফী-মতে অস্বীকার কর্‌বার মোটেই যো নেই। কিছু না হোক, 'ইশ্‌কে-মেজাজী' ও 'ইশ্‌কে-হাকীকী'র ব্যবধান অতি কম, বা নাই বল্‌লেও চলে। যা কিছু আছে তা' শুধু এক সরু অথচ দৃঢ় বাঁধের প্রশস্ততার সমান। বাঁধের এদিক 'দুনিয়া' বা নশ্বরতা —ওদিক 'ওক্‌বা' বা 'তৎ-সৎ'-অবস্থা-ঘটিত খোদা-সান্নিধ্য-লব্ধ চিরসত্তা। পাওয়া কিন্তু, দুদিকেরই

রমণীয়। শুধু এ দিকের পাওয়া সীমাবদ্ধ—ভাসা—তরল; ওদিকের পাওয়া চিরন্তন—গূঢ় ও গাঢ়। সেই বাঁধ ভাঙলেই 'ইশ্‌কে-মেজাজী'—'ইশ্‌কে-হাকীকী'তে মিশে যাবে; না ভাঙলে এদিকের মুল্লুক, ওদিকের মুল্লুক হ'তে দূরে—বহুদূরে। 'ইশকে-মেজাজী' প্রভাবে, রূপ দেখে 'হাঁ ক'রে চেয়ে থাকা'টা একেবারে অগ্রাহ্যের ব্যাপার নয়। এই 'হাঁ ক'রে চেয়ে থাকা', ক্ষণিকের নিমিত্ত, 'ইশ্‌কে-মেজাজীর' ভিত্তির উপর, প্রাথমিক-সত্তা-ভোলা বা সমাধি বই আর কিছুই না। এই ক্ষণিক সত্তা-ভোলা ভাবও দৈহিক জড়-অণুপরমাণুর বিকারে প্রক্রিয়া (Physiological Function) ছাড়া নয়। অনুরূপ (সাময়িক) প্রক্রিয়ার স্থিতিকাল যদি ক্রমাগত বেড়ে যেতে থাকে, তা' হলে সেটা হবে মানুষের আত্মার লাভ। যদি কোনও 'দিল্‌-রুবা'র (মনো-রমার) খাতেরেই, ঐ ক্ষমতা মনের বেড়ে যেতে থাকে, তাও লোভণীয় ও সাধ্য। পরন্তু তা', খুবই কাজের হবে, যখন দিল-রুবাকে পাওয়া যাবে না। যখন 'আশেক' (মোহিত) 'মাশুক' (যে মুগ্ধ করে) কে না পায়,—অনেক চাওয়ার পরে,—তখন তার মাশুকের খেয়ালে মগ্ন হওয়ার প্রগতিতে ধীরে ধীরে অর্জ্জিত মনের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সংহতি-শক্তি ও তার প্রয়োগ-অভ্যাস কোথায় যাবে?

গিবনের ইতিহাস লেখা শেষ হ'লে, কাঁদো-কাঁদো হ'য়ে বলেছিলেন—'আমার লেখা শেষ হল—এখন কী কর্‌বো ?—কোন কাজ নিয়ে বাঁচবো ?" যে কস্‌রৎ দশ মিনিট কর্‌লে, একজন বলবান্ পুরুষ দুইদিন যাবৎ বিছানা ছাড়তে পার্‌বে না, 'পালোয়ান্' সেই কস্‌রৎ একদিন না কর্‌লে, উল্টে সর্ব্বাঙ্গে ব্যথায় জর্জ্জরিত হ'য়ে যাবে। তদ্রূপ চিন্তাশীলের বহুদিনের চিন্তার কারণ দূরে স'রে গেলেও ন্যূনাধিক অনুরূপ অস্বস্তির অনুভূতি হ'তে থাক্‌বে। মনের এই অর্জ্জিত স্বভাব-বিরোধিনী শক্তির সাথে, যখন না-পাওয়ার প্রতিক্রিয়া কাজ আরম্ভ কর্‌বে, কিংবা চাওয়ার কালীন দুঃখ-কষ্টে, এই জ্ঞানের উদ্বোধন হবে যে, 'আশেক' যে 'মেজাজী-মাশুক' কে চাচ্ছে, তা' আত্মার শ্রমের তুলনায় একেবারে নিরর্থক, অগ্রাহ্য বা স্পৃহনীয় নহে এবং জ্ঞানের চোক্ষে সেই 'মেজাজী-আশেকে'র রঙের রূপসী যখন—দুদিনে গ'লে--যাওয়া মাটীর-ঢেলা বলেই প্রতীয়মান হ'তে থাক্‌বে, তখন আশেকের "ইশ্‌কে-মেজাজী"—'ইশ্‌কে-হাকীকী'তে পরিবর্ত্তিত হবার সময় আস্‌বে। সেই সাথে যদি বীতস্পৃহার ধাক্কা একটু জোরে লাগে, তা হলে এই সন্ধিক্ষণেই, মূহূর্ত্তের অন্তর্প্রেরণায়, উক্ত আশেক 'মেজাজী মাশুক'কে মন থেকে চিরতরে বের ক'রে

দিবে।—তখন তার অবস্থা এই দাঁড়াবে যে, সে চাইবে না আর তা',—যা' সে যুগযুগ ধরে চাচ্ছিল। কি—ন্তু তা'র যুগযুগের চাওয়ার অভ্যাস থাক্‌বে।

—তার ঘুচে গেছে আশ।

খুঁজে খুঁজে ফিরে তবু বিশ্রাম না জানে কভু

আশা গেছে, যায় নাই **খোঁজার অভ্যাস**।

(পরশ-পাথর) —রবীন্দ্রনাথ।

এখন তার 'মেজাজী-আশেক'-জীবনের কঠোর চাওয়ার অভ্যাস ও আনুসঙ্গিক মানসিক প্রতিক্রিয়া ইত্যাদির হেতু সান্নিধ্যে শক্ত-চাওয়া আর কঠোর মনে হবে না। এই সময়েই তার পুনর্জন্ম, এই জন্মে সে পীরের সন্ধান কর্‌বে, এবং শরা-শরীয়ৎ-পরস্ত (ধর্ম্মের আদেশ, আদেশ-হিসাবে প্রতিপালনকারী) ব্রহ্মচারী পীরের (তাসাওউফের কঠিন মত-চতুষ্টয়ের যে কোনও মতে খোদা-প্রাপ্তির জন্য আত্ম-শোধন-প্রক্রিয়াদির) কঠোর আদেশ সমূহ পালন কর্‌তে আদৌ কষ্টকর বলে মনে করবে না। এখানেই, বাঁধের বিনাশ, অর্থাৎ খোদার-কাজে আত্ম-নিয়োগ বিষয়ে, মনের স্বভাবতঃ সঙ্কুচন-প্রবৃত্তির ধ্বংশ ও এই অবস্থাতেই পারসীক ও উর্দ্দূ-কবিদের গজলে-উল্লিখিত 'বুৎ-পরস্তী'র (প্রতিমা-পূজার) শেষ। ইহাও সত্য যে, যদি এই

নিম্নতম স্তরেই উপর্য্যুক্ত আত্ম-সংহতি শক্তি প্রয়োগের শেষ হয়, তবে চাইতে-শেখা ও ভাবতে-শেখাই এতদিনের বৃথা। ইহার পরের স্তরে শুধু পীরেরই মান। তখন পীরই হয়ে দাঁড়ায় নেশা ; কেননা, তখন যে ঠকা-মন ত্বদিনের ভোগে স্পৃহা-হীন! পাকা-চোখ আর আছড়ায় না নশ্বর-ভোগের উপর ও অস্থায়ী-রূপের উপর —যার উপরে কাঁচা-চোখের নেশা ছিল! পীরের সাথে সংলগ্ন—পথ ; পথের শেষে—খোদা। সুতরাং 'সাকী', 'পিয়া', বুৎ' এ সকল প্রাথমিক-যুগে থাকে শিরাজী-হস্তে অর্দ্ধ-নেশাতুর জড়-রূপের মনোরমা—মধ্যযুগে বা সাফাই-এর যুগে, ইহারা হয়ে দাঁড়ায় সেই পীর যে, খোদার-সাধনা-প্রক্রিয়া-জনিত-উদ্বোধন-জাত নেশার শারাব পান করায় ; তখন পীরকেই 'সাকী' ব'লে ডাকা হয়।

সাকী বাহ্‌বে নিয়াজীয়ে ইয়াজ্‌দাঁকে মাঁয়্ বিয়ার্
তা-বিশ্‌নাবী যে সাওতে মুগান্‌ণী হুওয়াল্ গাণী।
—হাফেজ।

(এখানে সাকীর অর্থ পীর) ছাড়া, 'মেজাজী মাশুক' করাই দুরূহ। শেষ বা পরিণতির যুগে, স্বয়ং খোদারই ডাক্-নাম হয় 'পিয়া' বা 'সাকী'—কেননা, তখন আরম্ভ হয় চোখে পড়্‌তে, খোদার দুনিয়া-জোড়া মহিমাময় শিল্প, ও মাতাল হ'য়ে যেতে থাকে দিব্য-মন,—সেই সব শিল্পান্তর্গত রূপের 'শারাবে'।

(কৌন্‌সী যা হ্যায়্ যাঁহা জাল্‌ওয়ায়ে 'মাশুক্' নেহি।
শওকে দিদারাগার্‌ হ্যায়্ তো নাজার্ পায়্‌দা কার্।
—আমীর মিনায়ী।

এখানে 'মাশুক' বা 'পিয়া'—খোদা ব্যতীত আর কোনই অর্থ দিতে অক্ষম। গজল মূলতঃ এই তিন অবস্থার যে কোনও বিশেষ বা মিশ্রিত অবস্থার 'আশেকে'র (প্রেমিকের) 'নেশার বুলি' মাত্র।

ছন্দঃ—পারস্য-ভাষায় পদ্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। 'মাদী-শায়েরী' ও 'জাজ্‌বাতী' বা 'দাখেলী-শায়েরী'। গজল শেষোক্ত শ্রেণীভূক্ত। ইহা দুই চরণ ও (সাধারণতঃ) চতুর্যতি-বিশিষ্ট। প্রতি চরণে, পনর হ'তে কুড়ি পর্য্যন্ত দীর্ঘস্বর থাকে। যতি হিসাবে ১৮ দীর্ঘস্বর বিশিষ্ট ছন্দকে, চারিচরণ-বিশিষ্ট 'দিগক্ষরা'-ছন্দে, বোধ হয়, স্থান দেওয়া যেতে পারে। (চারি চরণের ভঙ্গীমাই 'বস্‌রাঈ-গুলে' রাখা হয়েছে)। গজলে সর্ব্বদাই দীর্ঘস্বর গুণে, ছন্দ মিল করা হ'য়ে থাকে। যে সব শব্দ, বাঙ্‌লা ভাষায় ক্, (যেমন বাক্) ইত্যাদি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হ'য়ে থাকে, সেগুলোকে হ্রস্ব-স্বর বলে ধরা হয় ও ছন্দ-মিলন-কালে, ঐরূপ দুটো হ্রস্ব-স্বরকে একটি দীর্ঘ-স্বর ধরা হয়। একটী হ্রস্ব-স্বর বা অর্দ্ধ-দীর্ঘ-স্বরের উচ্চারণ-কাল, দুই চরণের যুক্ত-উচ্চারণ-কালের তুলনায়

অতিমাত্র অল্প হওয়ার জন্য গাহিবার সময় কোনই অসঙ্গতি আসে না বলেই, বোধ হয়, অনেকস্থলে পূর্ণ ছন্দে অর্দ্ধ-দীর্ঘ-স্বরের বৃদ্ধি উপেক্ষিত হ'তে দেখা যায়। মিশ্র-ছন্দে চরণের সংখ্যা কম-বেশী হ'তে পারে। গজলের আরম্ভের দুই চরণেরই শেষে মিল থাকে। উহাকে 'মাত্‌লা'-ভাগ বা 'উদয়' বলা হয়। পরবর্ত্তী অংশ সমূহে প্রত্যেক দ্বিতীয় চরণের মিল, 'মাতলা-ভাগের' চরণান্তের সাথে রাখা হয়। শেষের দুই চরণকে 'মাক্তা'-ভাগ বা 'সমাপ্তি' নামে অভিহিত করা হয়। সেই অংশে কবি ভণিতা করেন।

সতর—দীর্ঘ-স্বর-বিশিষ্ট ছন্দ :—

ঈ-শম্ মদামস্‌ত   আজ্ লা-লে দিল্ খাহ্
১½ ১½ ১ ১ ১ ½ ১   ১ ½ ১ ½ ১ ১ ½ ১ ½ ½
কা-রাম্ বা কা-মাস্‌ত্ আল্ হাম্‌দ লিল্ লা-হ্
১ ½ ১ ½ ১ ১ ½ ১ ½ ½ ১ ½ ১ ½ ১ ১ ½ ১ ½ ½

—হাফেজ্।

আঠার—দীর্ঘ-স্বর-বিশিষ্ট ছন্দ :—

হা-ফেজাজ্ বাদে খিজ্ঁ। দার্ চামাণি দাহ্‌রি মারান্‌জ্
১ ½ ১ ১ ½ ১ ১ ১ ১ ১ ½ ১ ১ ১ ১ ½ ১ ১ ১ ½, ½

—হাফেজ্।

'বস্‌রাঈ-গুলে', অধিকাংশ গজলেই—১৭ ও ১৮ দীর্ঘস্বর গণনা ক'রেই ছন্দ মিল হয়েছে। যেমন—

(সতর দীর্ঘস্বর)

জ্বাল্ দেশলাই বুৎখানাতে
১ ১/২ ১ ১/২ ১ ১/২ ১ ১/২ ১ ১ ১

দে ছেড়ে তার ধার ধারা
১ ১ ১ ১ ১/২ ১ ১/২ ১ ১

(আঠার দীর্ঘস্বর)

'ছোট'র বড় নয়ক বড়
১ ১ ১/২ ১ ১ ১ ১/২ ১ ১ ১

বল্‌ছে 'বড়' জোর দাপটে।
১ ১/২ ১ ১ ১ ১ ১/২ ১ ১ ১

গীত :—সুফীরা গজলকে পূর্ব্বে প্রায় একই সুরে গেতেন, ও তা'কে বলা হ'ত 'সামা' (আর্‌বী ধাতু 'সামায়া' অর্থ—সে শুনিয়াছিল) অর্থাৎ শ্রুতি। ভারতীয় সঙ্গীতজ্ঞেরা বহু-শতাব্দী যাবৎ, প্রায় বিংশতি-প্রকারের বিশেষ বিশেষ সুরে গজল গেয়ে আস্‌ছেন ও ব্যাপক অর্থে উক্ত সঙ্গীত সমূহকে 'কাওয়ালী' বলা হয়।

সূচী

গজল		পৃষ্ঠা
তার বিরহের ব্যথার বিষে	...	১
থাক্ বিরহ জল্‌বো মোরা	...	৩
মূল্য আমি প্রাণের দানের	...	৫
আয় খোদা ! ওই পিয়ার প্রেমে	...	৭
দূর কর ছাই ! চাঁদ্‌নী রাতির	...	৮
বল্‌নু—"বল কই কেমনে	...	১১
বুঝ্‌তে নারি এই বিরহে	...	১৩
দিয়ে খোদা পাবার পিয়াস	...	১৫
একলা এলি চল্‌বি একা	...	১৭
মহব্বতের রেশমী রশি	...	১৯
গোড়ার গলদ্ মস্তো আমার	...	২১
ডাক্‌ছে পিয়া আস্‌বে এসো	...	২৩
আফ্‌সোস্ কি ? এ দুনিয়ায়	...	২৫
সে দেখে পথ রেলিং ধরে	...	২৭
বল্‌লো, "মনে ঠাউরেছো কী	...	২৯
কই ছিল তার ব্যথার জ্বালা	...	৩১
পিয়ার ভয়ে মনের দুয়ার	...	৩৩
দিল্ গেছে মোর চিম্‌ড়ে হ'য়ে	...	৩৫
যাবজ্জীবন সত্ত-সজীব	...	৩৭

গজল — পৃষ্ঠা

গজল		পৃষ্ঠা
বাকীটা দিন এখন আমায়	...	৩৯
নাই জানা মোর খোদার কসম্	...	৪১
দুলায় নাকি দিল্-চোরারা	...	৪৩
ভাব্‌বে কেন কব্‌তে নেবে	...	৪৫
জল্‌দি করায় ফলার কালে	...	৪৭
উৎলাবে না গেঁজ্‌লা লোহু	...	৪৯
যায়্-নমাজটা জল্‌দি জড়া	...	৫১
ঘোর গরবী তোর দরদী	...	৫৩
জ্বাল্ দেশলাই বুৎখানাতে	...	৫৫
পাল ছেঁড়া ও হাল ছাড়া মোর	...	৫৭
আজ্ কাতরে ফুঁক্‌রে কাঁদে	...	৫৯
গুল-হাসিনা-হাস্নু-হেনা	...	৬১
তারেই যখন দিলাম ছাড়ি	...	৬৩
পথ চেয়ে চল !	...	৬৫
দেখনু কায়া ! জমলো মায়া	...	৬৭
চোখ থাকা চাই দেখার তরে	...	৬৯
হাজলে দেহ খোঁজার শ্রমে	...	৭১
সইবে না তাপ্ জানিস্ যদি	...	৭৩
শুন্‌ছি পিয়া চায় না মোরে	...	৭৫
রাখ্‌বে মনে রইবে না দিন	...	৭৭
চোখ ভরে না রূপ দেখে যার	...	৭৯
বেশ ত ! ভুলের দেশে ছিনু	...	৮১

গজল		পৃষ্ঠা
দিব্য পরশ ! ভাগ্যবলে	...	৮৩
না হলে কাজ মনের মত	...	৮৫
দেখ্‌লেই রূপ চাই ধরা বুক	...	৮৭
ভাঙলে জুলুস্‌ রইবে পড়ে	...	৮৯
বল্‌লে তারে যা' বলে মন	...	৯১
কাহার মাঝে ভার কতটা	...	৯৩

(নাতিয়াহ্‌)

ওগো দুনিয়ার সেরা, আরবের নবী	...	৯৭
শত তস্‌লীম্‌ সালামো আলায়্‌ক্‌	...	৯৯
তুমি বিশ্বনবী তৃণ কাঁটা দলি	...	১০২
ভাস্‌রে বয়ে, মলয় লয়ে	...	১০৪

(গান)

মুখোমুখি হলেই আমি	...	১০৬
প্রিয় ! একলা পেলেও	...	১০৮

"কৈফিয়ৎ"

বস্‌রাঈ-গুলের অধিকাংশ গজলই ১৯১৮।১৯ সনের লেখা। সে সময়ের লেখা এতদিন পরে কেন যে মুদ্রিত করা হচ্ছে তার কিছু কৈফিয়ৎ দেওয়া বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কিন্তু যেখানে কৈফিয়ৎ, সেখানেই আত্মোল্লেখ; এবং আত্মোল্লেখের মত বে-আদবী বোধ হয় আর নেই। তাই, নীচে কয় ছত্র কৈফিয়ৎ স্বরূপ পেশ্ করার পূর্ব্বে, আমি সেই বে-আদবীর জন্য ক্ষমা-প্রার্থী।

১৯১৯ সনে আমার লিখিত "রেডিয়ম্ ধাতু" বিষয়ক একটী বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নিয়ে সম্পাদক বিশেষের সাথে, একটী শব্দের শুদ্ধতা বিষয়ে বচসা হয়। সেই সময় কাঁচা-খুনের মিছে-গর্‌মির বশবর্ত্তী হয়ে, প্রবন্ধটী তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে আসি ও প্রতিজ্ঞা করি যে—কাগজে প্রবন্ধ বা কবিতা কোন কালেই দেওয়ার চেষ্টা কর্‌বো না। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই, কোনও ব্যাপারে ভাগ্য-চক্রের অনুমিত-গতিতে এক সাংঘাতিক বৈষম্য ঘটাতে মনের স্থিরতারও পরিমেয় কেন্দ্র-চ্যুতি ঘটে। ফল এই দাঁড়ায় যে, কোনও লেখা প্রকাশ কর্‌তে প্রয়াসই পাইনি। তারপর, পাঁচ-সাতবার এ শেল্‌ফো ও শেল্‌ফো আব্-হাওয়া বদল কর্‌তে কর্‌তে যখন পাণ্ডুলিপিগুলো উই পোকার ক্ষুদ্র চোক্ষে পড়্‌তে লাগ্‌লো, তখন থেকে ছেপে ফেলার জন্য সাময়িক-ইচ্ছা মাঝে মাঝে হ'ত। কিন্তু, বোধ হয়, লেখা গুলোর প্রতি আমার উহ্য-মনের বীতস্পৃহতা ছিল, ও (আমার বিশ্বাস) সেই জন্যই মুদ্রিত করার প্রবল ইচ্ছা কখনই আমাকে উৎপীড়ন কর্‌ত না। ফলতঃ—ছাপাও হ'ত না। এই রকম করেই এত কাল

কেটে আস্‌ছে। অনেকবার অনেক বন্ধু লেখাগুলো ছেপে ফেল্‌তে বলেছেন, আমিও শুভান্বেষীদের কথার কিছু না কিছু জওয়াব দেওয়া আদবের অঙ্গ ভেবে, নীম্‌-সত্য ও নীম্‌-ব্যঙ্গ ভাবে ব'লে এসেছি—'হাঁ ওদের সংকার ত' করুতে হবেই।' কিন্তু গত দুই বৎসর যাবৎ সহাধ্যায়ী বন্ধুদ্বয় ডাক্তার সুকুমার রঞ্জন দাস M.A., PH.D. (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনাধ্যাপক) ও ডাক্তার এস্‌, ডি, বসু-মল্লিক BSC., M.B., M.A.এর বারবারের প্ররোচন ও অনুরোধ এড়ান প্রায়-অসম্ভব ও সম্পূর্ণ অশোভন হ'য়ে দাঁড়ায়। পুস্তক-রচনা অপেক্ষা পুস্তকাদির মুদ্রাঙ্কন কার্য্য অধিকতর কষ্টকর জ্ঞানে, এবং 'দুঃসময়টা সরুক্‌' এই দুরাশার কুয়াসার মধ্যে ঘুর্‌-পাক্‌ খাওয়ার দরুণ ভ্যাবাচাকার মাঝে, তাঁদের যতবারই জানিয়েছি যে—'কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়ের ব্যথা ও কথা চাপাই নীতিমূলক,' ততবারই তাঁরা রায় দিয়েছেন—"ব্যথার-কথা ছাপা আদৌ ক্ষতিমূলক হবে না।" যা'ই হোক্‌, সময়-বিশেষের ক্ষতিও লাভ এবং অনেক সময়ের লাভও ক্ষতি এই বুঝে, ও মোটের উপর কিসেযে ক্ষতি ও কিসেযে লাভ চিরকালটাই না বুঝে, লাভ-লোকসান বিষয়ে মাথা না ঘামিয়ে, [illegible] যুগান্তরে, নূতন-পুরাণ কথা একত্রিত ক'রে এই "**বস্‌রাঈ-গুল্‌**" মুদ্রিত করার সাহস করেছি।

"ওয়াল্‌-লাহো আলামা বিস্‌-সাওয়াব্‌।"

পার্ক সার্কাস্‌
১৩১ নং কড়েয়া রোড
কলিকাতা
ফাল্গুন—১৩৩৯

মহম্মদ ইয়াসিন

বস্‌রাই-গুল্
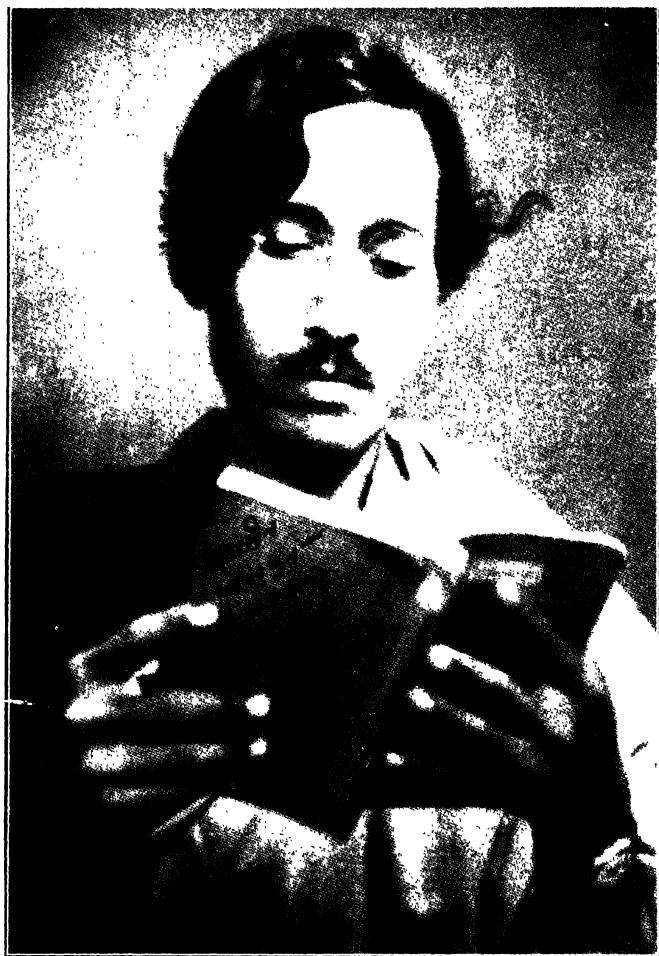
কোরক—এক

গজল—কাওয়ালী

সুর—বাগেশ্রী

(মাতলা-ভাগ)

তার বিরহের ব্যথার-বিষে
আর্ত্ত আমার আকুল-আঁখি ;
আকাশ-কুসুম পাওয়ার আশা,
তাও কেন যে চেয়ে থাকি !

প্রীতির চোখের বারেক দেখা,
কয় নিমেষে কী—যে কথা,
ভাব্‌লে তারে জীবন ধ'রে,
তবু ভাবার রয় যে বাকী।

মিলন মানে মিলিয়ে যাওয়া,
সাধনার যা' শেষ সীমানা,—
আস্‌বে ভাঁটা মরম সুখে,
মিলন মাঝে উজান ডাকি।

বস্‌রাঈ-গুল্

যা' চাওয়া তা' পাওয়ার পরে,
ম্লান মনে হয় তার মাধুরী,
তাই শুধু তার গরম স্মৃতি
যায়্-যতনে বক্ষে রাখি।

হাজার ডাকের 'একটা' জবাব
পাবার আশে মনের মত
রই দাঁড়িয়ে দৃষ্টি-পথে,
আঁখির কোণে অশ্রু মাখি।

(মাক্তা-ভাগ)

ভুগ্‌লি কত রে ইয়াসিন্,
দিন-ডাকাতের চণ্ড হাতে,
তার সাথে এক বিমুখ বামার
নিষ্ঠুরতা সইবে নাকি ?

কোরক—দুই

গজল—কাওয়ালী

সুর—দাদ্‌রা

(মাত্‌লা-ভাগ)

থাক্ বিরহ জ্বল্‌বো মোরা
খাদ্ গলে যাক্ থাকুক্ খাঁটী,
প্রাণের টানই তোমার আমার,
প্রেমের-মরার জীওন-কাটী।

নষ্ট হল ইষ্ট কতই
এক খেয়ালীর খাম্-খেয়ালে,
হিসেব ক'সে সময়-শেষে
চোখের জলে ভিজ্‌ছে মাটী।

'নাকি হলো আজ্—কাল্‌কে পাব'
ডুব্‌ছে বয়স আশায় ভেসে,
ভয়-ভাবনার চাপা-ভাপে
শিশ্ মারে শ্বাস বক্ষ ফাটি।

বস্‌রাঈ-গুল্

‘রদ্ হবে না খোদার-কলম্,

তাঁরি হাতে পিয়ার পাওয়া,

—বুঝার পরে, খোদার ঘরে

দিনেও হাঁটি রাতেও হাঁটি।

‘দাগ্ থাকে না কই?’ সে বলে,

‘পড়্‌লে তোমার চোখের পানি—’

‘সন্দেহ হয় আমার মনে’

‘ভেজাল্ উহা, নয়ক’ খাঁটী।’

(মাক্কা-ভাগ)

ইয়াসিন্! তোর্ চিরই র’ল

দেনার-দায় ও পেটের-খিদে,

কী বেশী আর প্রেমের জ্বালা—

—‘বোঝার পরে শাকের আঁটী।’

কোরক—তিন

গজল—কাওয়ালী

স্থর—বাগেশ্রী

(মাত্‌লা-ভাগ)

মূল্য আমি প্রাণের দানের,
পেলাম্ নাকো ক্রান্তি-কড়ায়।
কী জান্‌তাম্!—দাঁড়িয়ে মরণ—
চোখে চোখে লড়াই লড়ায়।

না যদি সে চাইত' আবার,
দেখার পরে হঠাৎ তারে,
টিক্‌ত না টান্ আমার প্রাণে—
মিট্‌ত ব্যাপার থোড়ায় থোড়ায়।

হৃদয়খানি আজ্‌কে আমার
কুন্দে-কাটা কোমল হীরে,
ঝলক্ মারে পরের-জ্বালাও
পিয়ার জ্বালে পোড়ায় পোড়ায়।

এক পলকের হেঁচ্‌কা-টানে

ছিট্‌কে-ছেঁড়া হালের দড়া,—

ঢেউএ-ঢোওয়া আজ তরণী

মাঝ্‌-দরিয়ার চড়ায় চড়ায়।

দূরের পিয়ার দোষ ত' নহে—

দোস্তো নহে আপন আঁখি,

টুট্‌লো আমার দাঁতের পাটী

—আমার শীলে আমার নোড়ায়।

(মাক্তা-ভাগ)

রে ইয়াসিন্! দশা যাহার—

যে ডাল মুঠে সে ডাল টুটে,

—চোক্ষে পানি, ওষ্ঠে হাঁসি,—

কষ্ট যে তার ম'র্‌লে ওড়ায়!

কোরক—চার

গজল—কাওয়ালী

সুর—সোহ্‌নী

(মাত্‌লা-ভাগ)

আয়্‌ খোদা ! ওই পিয়ার প্রেমে
ছিল কোথায় পাপের কথা !—
ফল ন্যায্য মিলন যেথা,
উল্‌টে সেথা প্রাণের ব্যথা !

চেলে পিয়ায় পাপের পণে,
প'ড়্‌তে হ'ত খোদার শাপে,
পাইনি তারে পুণ্য সেধেও
ভাগ্যের এ কী নিষ্ঠুরতা ?

খোঁজ হ'ত তার যে পথে রোজ্‌
সে পথ কেমন আপন লাগে—
শক্ত বিপদ ! সেই সোহাগীর
ত্যক্ত পথেও রয় মমতা !

বস্‌রাঈ-গুল্

বুকে মেশার উম্ম-পিয়াস্
স'য়ে স'য়ে, স'য়েই গেছে,
ফের্ তো মোরে হাঁসাক্, কাঁদাক্—
করুক্ খোদা যা' খুশী তা'।

বিদায় বেলা চাওয়ার স্মৃতি
মাঝ্ পথেতে লোকের মাঝে,
নিষাদ-দাগা তীরের তেজে
শিউরে তোলে তীক্ষ্ণ ব্যথা।

(মাক্তা-ভাগ)

রে ইয়াসিন্! দিলি না তুই,
কাগজ-ওলার জুতোয় কালি,
নাম-ফলানর ফেরিওলা,
এরেই বলে বর্ব্বরতা।

কোরক—পাঁচ

গজল—কাওয়ালী

সুর—আসাবরী

(মাত্‌লা-ভাগ)

দূর্‌ কর ছাই। চাদ্‌নী রাতির
অল্প আমল।—আস্‌বে অমা।
সব হেরেছি পিয়ার ডাকে,
ডাক্‌লে খোদায় থাক্‌ত জমা।

পিয়া-ছাড়ার দুনিয়াদারী—
রিক্‌শা চড়ে সফর্‌ করা,
কিংবা পড়া খোট্টা-লিপি,—
কেবল দাঁড়ি, কেবল কমা॥

খোদা ভেবে পূজে পুতুল,—
সে কাফেরের মাফের গোনা—
দেখিয়ে তাঁকে আমার-করা
বুৎপরস্তীর নাইকো ক্ষমা।

মিলন-মোহে সেই সুষমার,

বাধ্য হ'য়ে খোদায় খুঁজি—

যেমন—ডাকুর মুনি হওয়া—

দেখ্‌তে তাকে, খোদায় নমা।

কাহার তরে রূপের রচন ?

যাক্ দেখাব সে দেখে কই ?

হোগ্‌গে ফাটা কূর্ত্তা-পকেট

না রয় চাঁদি, না রয় তামা!

(মাক্তা-ভাগ)

ইয়াসিন্, তোর সোজা-ভাষায়,

সত্য বলার বেশ ক্ষমতা।

—'বল দেখি কে পথ দেখাল ?'

—"সে এক রমা—সে এক রমা।"

কোরক—ছয়

গজল—কাওয়ালী

সুর—ভীমপলশ্রী

(মাত্‌লা-ভাগ)

বল্‌নু—"বল কই কেমনে
"দেলের-দরদ্‌ পিয়ার ঘরে ?"
জুড়ে পাণি, গেড়ে জানু,
বল্‌লো মোরে—"এম্‌নি ক'রে।"

বল্‌নু তারে দাঁড়িয়ে পাশে,
"যাই কেমনে তোমায় ছাড়ি ?"
বল্‌লো—চলে দু'তিন কদম্‌
ফরাস্‌ পরে—"এম্‌নি ক'রে।"

বল্‌নু তারে—"বল্‌বে কিগো"
"কখন্‌ পাব বুকের মাঝে ?"
বল্‌লো শুয়ে—চক্ষু মুদে,
"গিয়ে গোরে এমনি ক'রে।"

বল্‌নু তারে—"বুঝাও—কেন
মনের জনে যায়না পাওয়া ?"
বল্‌লো—"খোদা জেন্দা করে
বান্দায় ওরে ! এমনি ক'রে।"

বল্‌নু তারে—"কেমন ক'রে
বাড়ায় প্রিয়া আপ্‌না কদর্‌ ?"
বল্‌লো ত্বরিত মুখ লুকিয়ে,
আঁচল-মোড়ে—"এমনি ক'রে।"

(মাক্তা-ভাগ)

বল্‌নু তারে—"আজ ইয়াসিন্‌
কেন কাতর এমনি ধারা ?"
বল্‌লো—"কে তায় বল্‌ছে মরুক্‌
আমার দোরে এমনি ক'রে ?"

কোরক—সাত

গজল—কাওয়ালী

সুর—দেশ

(মাত্‌লা-ভাগ)

বুঝ্‌তে নারি এই বিরহে

ফল যে কিছু হচ্ছে কিনা,

তবে এ ঢেউ ধাক্কা মেরে,

কাঁপায় সাকীর শক্ত-সীনা।

মন-মওজে সদাই সে তো

দোষ কিছু নাই ; শুধুই কিনা,—

চুপ্‌সে শুনে' সব ফরিয়াদ্‌

জোর্‌সে হেসে, ভাষে—"জী-নাহ্‌।"

গ'ড়িয়ে মুখে ঢুক্‌ছে বুকে

রক্তে রঙীন আঁসুর ফোঁটা,

একেই বলে প্রবাদ কথায়

—"আপ্‌না হী খুন্‌ আপ্‌সে পীনা।"

দেলের-দাগের হরফ-ভরা

পত্তরের কি উত্তর পাই ?

ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে—''পরখ করি—''

কবুল প্রৌঢ় হৃদয়-হীনা ।

আক্রা আমার দর্ দেওয়াতে

বল্‌লো দেখে পক্ক প্রেমিক,

—''বাজার হেথা ভীষণ গরম

হীরের-দরে পাথর কিনা ।''

(মাক্তা-ভাগ)

রে ইয়াসিন্ ! শিখ্‌লি নে তুই,

—নিজের ঢোলক্ পিট্‌তে নিজে ।

পেরোয় পেরোয় বছর্ উনিশ্,

কেউ জানে তুই বাজাস্ বীণা ?

কোরক—আট

গজল—কাওয়ালী

সুর—সোহ্‌নী

(মাত্‌লা-ভাগ)

দিয়ে খোদা পাবার পিয়াস্‌
ছুঁতেই মানা ক'র্‌ছে ডেঁটে।
'দেখাও মানা'—কাজির কৃপা!
—'ঘায়ের উপর নুনের ছিঁটে'।

—

তাও যদিচ প্রতিদানের
পেতাম্‌ নজির্‌ তার নজরে,
নিতাম্‌ শিরে কাজির সাজা
খেলেই পেটে সইত' পিঠে।

গলা কাটা এমন কারো
যায়নি যেমন আমার গেছে;
খোদার-খাঁড়া পড়ছে সিধে
ফ্যাঁচায় পিয়া উল্‌টো পিঠে।

কী আর পেলাম প্রেমের-চাষে ?

—মোলে্‌ম বাড়া-খাজ্‌না দিয়ে ;

ফলেও পোলেম্‌ তেম্‌নি ফাঁকে,

এক ধান্‌ তো দুইটা চিটে !

শতেক পর্দ্দা খোদার আগে,

খাদির পর্দ্দা পিয়াও টানে

প'ড়ে আজব্‌ দু'টানাতে

টন্‌টনি সই কড়া-মিঠে।

(মাক্কা-ভাগ)

ইয়াসিন্‌ ! তোর ডোবার মাঝেও

অনেক কিছু ভাবার আছে।—

দিল্‌ ডুব্‌লো প্রেমের স্রোতে,

পদ্মা-স্রোতে বাপের ভিঁটে।

কোরক—নয়

গজল—কাওয়ালী

সুর—বাগেশ্রী

(মাতলা-ভাগ)

একৃলা এলি—চল্‌বি একা ;
তার বিরহে রলিও একা ;
পিউ-বিরহি ! ছিল উচিৎ
একাই একা থাকৃতে শেখা !

মরাই ভাল কপাল-ভাঙ্গার
বিফল হয়ে সব আশাতে,
বাঁচার চেয়ে বয়ে' বয়ে'
শুধুই শতেক স্মৃতির রেখা।

নাই মরণ, তাই বেঁচে থাকা—
এই ত' আমার তুনিয়াদারি !
গালা-গালি তুশ্‌মনে দেয়,—
দোস্‌তো বলে—'চলন বেঁকা'।

আঁটছি আশা—ধর্‌ছে ফাটল্‌ ;
ঠ্যাং খোঁড়া হয় হাঁটার আগে !
যাক্‌ নিবে তার, জীবন-পিদীম্‌
লেগে যাহার সদাই ঠেকা।

নাকাল হ'য়ে আশায় আশায়
—'হবে সুদিন রাত্‌ পোহালে'—
মর্‌বো যখন অকাল-মরণ,
বল্‌বে লোকে—"বিধির-লেখা।"

(মাক্কা-ভাগ)

রে ইয়াসিন ! পাক্‌লে আকেল্‌
বুঝ্‌বি রে তুই মস্ত বেকুব ;
দুনিয়া-চোখে অসৎ যে জন,
সেইত'—চালাক্‌ ; সাধু—নেকা।

কোরক—দশ

গজল—কাওয়ালী

স্থর—দাদ্‌রা

(মাত্‌লা-ভাগ)

মহব্বতের রেশমী-রশি

দু'জনারেই বাঁধ্‌ল ক'সে ,

আমার দুখে সেও যে কাঁদে,

—'আটার সাথে ঘুণও পিষে।'

ফাটুক্ ফোড়া,—কমুক্ ব্যথা ;

ঝরুক্ আঁখি স্মৃতির ঝাঁঝে।

দিল্ থেকে তোর্ বের্ হতে দে

জারক-ব্যথার তপ্‌ত বিষে।

উঠুক্ ঢেউ,—ডুবুক্ তরী ;

মজুক্ দেহ—হাজুক্ জলে।

মোর্‌দা দেহ থাক্ প'ড়ে, যাক্

জেন্দা-নিশেস, খোদায় মিশে।

বস্‌রাই-গুল্

বলুক্—'না'—'না'। ভাস্থক্ সীনা,

তার্ নিদয় এ কথার ব্যথায়।

বিরহেতেই খোদার-মিলন,

—হারা-পথেই বেরোয় দিশে।

চালুক্ না চাল্, যা' জানে সে ;

—বোধ থাকে কি বাঘ-ধরাদের ?

পণ করে যে জান্ হারাতে

গুঁতো-গাতায় ডরায় কি সে ?

(মাক্তা-ভাগ)

আজ্ ইয়াসিন ধোবীর কুকুর—

—'না' ঘার্-হী-কা না' 'ঘা-টৃকা'—

মর্‌ছে প্রিয়ার বিরহে ও

টেপা-টিপির কথার টিশে।

কোরক—এগার

গজল—কাওয়ালী

সুর—সোহ্নী

(মাত্লা-ভাগ)

গোড়ার গলদ্ মস্তো আমার,
একটু খানি বোঝার দোষে।
মৌনী প্রিয়ার দেলের খবর
পেলাম তাহার ত্যাগের শেষে।

—

কাঁচা-চোখে নও-যোয়ানীর,
যাচ্তো কি এ পাকা-কথা ?
—অনেক সময় পাকৃতে লাগে
সাচ্চা-পিয়ার ছদ্ম-বেশে !

তার ঘরেতে আমার কথা
দুশ্মনেরা ঈর্ষা ভরে
পাড়্তো যখন, দেখিয়ে গোসা,
বল্‌ত ছলে—"কোথার কে সে ?"

তারই কোন সান্ধ্য-সখী

কল্লে শুরু আমার আলাপ,

টানা-নিশেস বেঁধে বুকে,

বল্‌ত মুখে—"মরুগ্‌গে সে।"

পড়্‌ত পেলে আমার লিপি,

লেপের ওতে একলা ঘরে,

তাও বল্‌ত মিলন চেলেই

—"বছর কয়েক্‌ ভালবেসে।"

—

(মাক্তা-ভাগ)

রে ইয়াসিন্‌! শুনিস্‌ নে আর

ঈমান্‌দারের ধাপ্পা-বাজী,—

পুজ্‌তে পুতুল হতেই হবে

রাখ্‌তে বজায় ঈমান শেষে।

কোরক—বার

গজল—কাওয়ালী

সুর—ভীমপলশ্রী

(মাত্‌লা-ভাগ)

ডাক্‌ছে পিয়া—"আস্‌বে ? এসো……।"

শানায় কাজী তল্‌-ও-য়ার্;

বল্‌ছে পিয়া—"আমিই মেওয়া ……।"

ডাঁট্‌ছে খোদা—'খবরদার !!'

তু-নায়ে-পা আমার কথা

বুঝ্‌বে কি সে, যে খায় বিষ

প্রিয়ার 'না'তে ?—কিংবা মাস্‌তো

খোদার খোঁজে দার্‌বাদার্ ?

খোদার ভাউ ত' একটি প্রিয়া,—

ছাড়্‌লে তারে আস্‌বে খোদ্ ?

ঝুলি ঝেড়েও পায়নি পিয়া,

—আজব্ বুতের দামের হার্ !

বস্‌রাঈ-গুল্

থম্‌কে খাড়া মাঝ্‌-পথে আজ্‌

মস্‌জিদ্‌ আর মন্দিরের,

কোন দিকে যাই ভ্যাবা-চ্যাকায় ;—

এ দিকও তার্‌ ওদিক্‌ যার্‌।

কাঁপ্‌ছি আমি দু'এর টানে,

হর্‌-নিমেষে লক্ষবার,

সুরের ভাঁজে যেমন কাঁপে

রেডিও-ফোন রিসীভার্‌।

(মাক্তা-ভাগ)

তুই ইয়াসিন্‌ দাড়ি ফেলেও

হতিস্‌ 'ওলি' থোড়াই দিনে ;

স্রেফ্‌ যদি পড়িস্‌ নমাজ্‌

বেশী কথায় কী কাজ আর।

কোরক—তেরো

গজল—কাওয়ালী

সুর—ভৈরবী

(মাত্লা-ভাগ)

আফ্সোস্ কি ? এ দুনিয়ায়,
সবাই সবার চোক্ষে ধরে ?
কেউ পিটে খুশ, কেউ বা বাঁচে
বাজ্না ঢোলের থামার পরে।

তোমায় ভাবে ভাবুক্ সে পর্—
তোমার ভাবা আপন তারে
সাধ্য কাহার কর্বে মানা ?
চালাও ভজন আপ্না ঘরে।

পরোয়ানাকে কেউ ডাকে কি
যখন জ্ব'লে বাত্তি গলে ?
খোশ্-খেয়ালে নিজেই এসে
খোদ্-গরজে আপ্সে মরে।

বস্‌রাঈ-গুল্‌

খুব তারে চাও মনের ধ্যানে
ঘাটাও পরে টানের চাপ্‌;
উঠ্‌বে তখন দেখ্‌বে তুফান
ব্যার্‌রো-মিটার্‌ নামার পরে।

এক তরফের ভালবাসায়
ফুটবে যখন গরম লোউ,
নাই সে নামুক,—উঠ্‌বে তুমি
খৌল্‌তা খুনের ভাপের ভরে।

(মাক্কা-ভাগ)

রে ইয়াসিন! চল্‌না পথে,
জ্বল্‌না রোদে, হোক্‌ পসিনা।
গর্‌মি দেহের অনেক সময়
ঠাণ্ডা যে হয় ঘামার পরে।

কোরক—চৌদ্দ

গজল—কাওয়ালী

সুর—দেশ

(মাত্‌লা-ভাগ)

সে দেখে পথ রেলিং ধরে,

আমি দেখি গাছের মাথা,

ধরি রুমাল চোক্ষে আমি··· ··,

সে ডলে তার চোখের পাতা······ ।

চোখের-তারায়, উৎলা-রূপের

মাত্রা-অধিক-ইন্‌জেক্‌সান্‌

তার ফোঁড়াতে, হই যে আমি

শিরায় শিরায় হাপর্‌-তাতা।

পড়্‌লে বেণী ডান বুকে তার,

হত আট্‌কে 'দস্ত্যন্ন'

সাটের লেখায় বল্‌ত যেন

—"চাচ্ছো যাহা পাচ্ছো না তা' ।"

হয়ে না'চার মোর ঘুরাতে
এগিয়ে বারেক যায় পিছে ফের্‌,
গ্রাম্য-বধু যেম্‌নি ক'রে
দোলে, যখন পেষায় জাঁতা।

তার্‌ পোড়া ঠিক্‌ পাষাণ জ্বলা ;
চূর্ণ হল, ব্যস্‌ পোড়ার শেষ।
রক্তে-ভিজা-দিল্‌ যে আমার
শুধু ধূমায়,—জ্বলে না তা।'

(মাক্তা-ভাগ)

রে ইয়াসিন্‌। গুপ্তদানে
নাই ঘরে তোর্‌ তোষক রাজাই,
ভিজাস্‌নে আর পিয়ার খেদে
জাড়ের-দিনে ছিন্ন-কাঁথা।

কোরক—পোনোর

গজল—কাওয়ালী

সুর—ভীমপলশ্রী

(মাত্‌লা-ভাগ)

বল্‌লো—"মনে ঠাউরেছো কি ?
'বার বার 'না' বলার পরে ?"
বল্‌নু—"আজো আছে আমার
ঈমান্, তোমার টলার পরে।"

বল্‌লো মোরে—"আজ্ কী দেখো ?
আমায় ভালবাসার পরে ?"
বল্‌নু—"কী আর দেখ্‌তে বাকী
তোমার পথে চলার পরে ?"

বল্‌লো—"আগে সাধ্‌তে কাছে
থাক্‌তে ; এখন ডরাও কেন ?"
বল্‌নু—"তা ঠিক। শঙ্কা আসে
সবই আশায় ছলার পরে।"

বল্‌লো—"তুমি একটি কথা
বলেই বারেক হাঁপাও কেন?"
বল্‌নু—"এমন হয় সবারই
পিয়ার পা'য়ে দলার পরে।"

বল্‌লো—"আমি লাগ্‌বো কেমন?
—দিনের পরে, সাঁঝের ঘোরে?"
বল্‌নু—"বুঝি, বাড়্‌বে পিয়াস্‌
রোগীর, বেলা ঢলার পরে।"

(মাক্তা-ভাগ)

বল্‌লো—"একি! হায় ইয়াসিন্‌!
ছাই কেন আজ্‌ তোমার মুখে?"
বল্‌নু—"বাকী এইত বাঁচে—
ঘরখানি মোর জ্বলার পরে॥"

কোরক—ষোল

গজল—কাওয়ালী

স্থর—দাদ্‌রা

(মাত্‌লা-ভাগ)

কই ছিল তার ব্যথার-জ্বালা ?—
শিখ্‌ছিল সে চোখ্‌-চালা।
খেল্‌না-খেলা দিল্‌-ছলনা ?—
চাল্ ঘোরা তুই ;—তোর্ পালা।

—

ভূল্ তারে আর থাক্ বসে ছ্যাখ্
না-ডাকাতেই আস্‌বে খোদ্ ।—
দেখ্‌বে যবে সচ্ছে না কেউ,
তুই ছাড়া তার বিষ-জ্বালা।

সব ফেলে আয়্ তার দরজায়্ ;
দে ফিরে সব তার-দেওয়া।
চোর্-দেখা তার ঘাড় ঘুরে, ছাড়্—
ছ্যাখ্ কোথা রয় তীর-চালা॥

আয়্‌ চলে আয়্‌ যাস্‌নে ক' তুই
মাস দুই আর তার পথে—
শুকায় কিনা ছ্যাখ্‌-দেখি রোজ
তোর গলাতে তার মালা!

আড়্‌ হ'য়ে যা' দেখ্‌লে মোড়ে,
চাড়্‌-মোলাকাৎ ছাড়্‌ তারি।
রয় কোথা ছ্যাখ্‌ 'রুজ্‌' শিশি
ও চাঁদি-মোড়া পান্‌-ডালা!

(মাক্তা-ভাগ)

রে ইয়াসিন! আফ্‌সোস্‌ ছাড়্‌—
চার্‌দিকে চা' দূর-চোখে—
দুধ খায় কেউ ক্ষুদ্‌ বেচে—
কেউ বেচে দুধ,—কাঁচ্‌কলা।

কোরক—সতর

গজল—কাওয়ালী

সুর—যৎ

(মাত্‌লা-ভাগ)

'পিয়া'র ভয়ে মনের দুয়ার
আট্‌কাতে আজ তাল্‌কানা।
—ধড় টেনে নি মস্‌জিদে তো,
মন টলে যায় বুৎখানা।

পার হ'ই হ'ই, উজান্-টেনে—
পাড়্ থেকে কয়— "নাউ ঘুরা,"
—দণ্ডেই মোর হয় পণ্ড,
রোদ্-বাদলের গুন্‌টানা।

মুখে ফেনাই 'পিউ—পিউ' আর
পথ ধরেছি মস্‌জিদের;
পথ ভুলেছি দিন-দুপুরে—
এম্‌নি আমি দিন-কানা।

বল্‌ছে বুতে— “দুখের পথ ‘ও’—”
যাস্‌নিকো রে!— এদিক আয়”—
মোল্লা বলে— “ভুত-খানা ‘ও’—।
—শুন্‌বো এখন কার মানা?

খুব বুঝেছি— রূপ-নেশা দায়,
তার বেশী দায় রূপ-ঘেসা;
তার বেশী দায়— ‘মুগ্ধ’ হওয়া;
—দায়ের পরে দায় আনা।

(মাক্তা-ভাগ)

রে ইয়াসিন্‌! কর্‌না পরখ্‌—
যা’ আছে দে পর্‌কে সব।
—মুখের-পিয়ার বুকের কিনা,
গরীবিতেই যায় জানা।

কোরক—আঠার

গজল—কাওয়ালী

সুর—দেশ

(মাত্‌লা-ভাগ)

দিল্‌ গেছে মোর চিম্‌ড়ে হ'য়ে,
তোমার দোরে নমায় নমায়।
বারেক ফোলে, কোঁচায় বারেক,
স্মৃতি 'পিয়া'র জমায় কমায়।

নিক্তি-ওজন খোদার হিসেব
খু—ব জানি ;—তাও প্রশ্ন জাগে।
—বহুৎ বান্দা থাকৃতে তবু
গড়্‌ল কেন তোমায় আমায় ?

বরাত্‌-ফেরে ফের্‌তা এলো,
সওগাৎ মোর খুঁজে-কেনা।
থাকৃল 'তাকে' থাকার গুলি ;
পচ্‌ল কিছু ধামায় ধামায়।

বস্‌রাঈ-গুল্

নষ্ট যত বুত্-পাষাণী,
পেয়ে সোহাগ পূজারিদের।—
দুলাল-কেষ্ট ছেলে যেমন
হয় নষ্ট ক্ষমায় ক্ষমায়।

দুশমন্ মোর আস্‌মান্ খোদ্—
মেঘের কালো চাঁদ্‌নী-রাতে।
তিরিশ্ দিনই হরেক-মাসের
কাট্‌ল আমার অমায় অমায়।

(মাত্রা-ভাগ)

ধিক্ ইয়াসিন্! কর্‌লি রে তুই,
ওজু ক'রে বে-ঈমানী!
খেয়াল মনে পিয়ার চিঠির—
ভিজাস্ কোরাণ চুমায় চুমায়!

কোরক—ঊনিশ

গজল—কাওয়ালী

সুর—যৎ

(মাত্‌লা-ভাগ)

যাবজ্জীবন সত্ত-সজীব
যে কাহিনী দোলায় দিল্
সেই ত' স্মৃতি ;— তা' ছাড়া সব
ফাস্-ফাইলের ফাল্‌তু-বিল্ ।

—

তুফান্-তোলা, কোল্‌জে-জ্বলা,
চূষে-খাওয়া তার জ্বালা,
ভাপ্‌সা ক'রে সিদ্ধ করে—
তাতায় তৃষা তিল্‌কে তিল্ ।

কর্‌ছে সদা ভাদর-ভাসা
মুছায়-মুছায় ক্লিষ্ট-চোখ,
অতীত-কৃতির করম-সাজা
'পিয়া'র স্মৃতি অনাবিল ।

বসরাঈ-গুল্

আফ্‌সোস্ আরো এর উপরে—
আমার কাঁদায় হাঁসে দোস্ত্;
তাই, সরমে হয় চোরাতে
জোর্‌সে খেয়ে, চুপ্‌সে কিল্।

'পিয়া'র স্মৃতির শতেক গাথা ;—
অশেষ ভাষা— পৃথক বোল্—
ছুনিয়া-ডোবা বুঝ্‌বে কী ছাই ?
—প্রেমিক দেখে মতের মিল।

(মাক্তা-ভাগ)

রে ইয়াসিন্! হর্-ফাগুণে
দে—পরীক্ষা। হবিই পাশ্
—দেখ্‌লি কত পাশের জাহেল্
ভ'ণে জ্ঞানী, মার্‌ছে টিস্।

কোরক—কুঁড়ি

গজল—কাওয়ালী

সুর—বাগেশ্রী

(মাত্‌লা-ভাগ)

বাকীটা দিন এখন আমায়
বাঁচার তরে মর্‌তে হবে।
খোদার-খোঁজে বুৎখানা মোর
বন্ধ ক'রে সর্‌তে হবে।

—

"সজাগ প্রতীম্,"— ভনত' ঠাকুর,
—"খোদ্ খোদা নয়।— খোদার কাছে"—
তাই ভাব্‌নু— 'আস্তানাতেই
ধন্না দিয়ে পড়্‌তে হবে।'

—তৌবা! সবই মাটীর পুতুল!
মাটীর মাঝে মজ্‌ছে গলে।
—দেখ্‌নু চোখে— কাজেই না-চার্;
—নূরের খোদাই ধর্‌তে হবে।

যে-ই তৌবা— সে-ই পাওা
সে মন্দিরের ধর্‌ছে পায় !!
অভিমানে মুসল্‌মান্ আজ্ ;—
—বুৎখানাকে ডর্‌তে হবে !

না-পাওয়ার যে শক্ত তা'সীর
তাতেই অসৎ সত্তা পায়—
এই সর্ত্তে ;— পাওয়ার-মতি
পাক্‌কা ক'রে কর্‌তে হবে।

(মাক্তা-ভাগ)

খোদার ঘরে ঢিপ্ দিয়ে তুই
কপালে আর নিস্‌নে টিপ্ !
রে ইয়াসিন্ ! তা'হলে ফের্
ঠাকুর-বাড়ী মর্‌তে হবে।

কোরক—একুশ

গজল—কাওয়ালী

সুর—দেশ

(মাত্‌লা-ভাগ)

নাই জানা মোর,— খোদার কসম্—
কি লাভ প্রেম পুষ্‌লে পরে।
—হয়ত' কিছু হতেও পারে
মরণ-দশা আস্‌লে পরে।

—

নাই জানা মোর— খোদার কসম্—
সে রূপ যা' তার পর্‌দা-ঢাকা।
কিন্তু জানি— দেখ্‌তে দিবে
ব্যথায় সরম নাশ্‌লে পরে।

নাই জানা মোর— খোদার কসম্—
অধর পিয়ার মিষ্ট কেমন।
কিন্তু জানি— রং 'সীরাজীর',
রাগার পরে হাস্‌লে পরে।

নাই জানা মোর— খোদার কসম্—
অলক নরম কেমন তার ;
কিন্তু জানি— খুশ্‌বু যা' তায়,
বইলে মলয়, ভাস্‌লে পরে।

নাই জানা মোর— কী মধুময়
পরশ তাহার— এই ছাড়া যা'
হ'ত দোঁহার— তাঁর আঁচলে
আমার ছাতা ফাঁস্‌লে পরে।

(মাক্তা-ভাগ)

রে ইয়াসিন্‌! খুব বুঝেছিস্‌
সাচ্চা-প্রেমে কাহার জ্যোতি।
সাফ্‌ ক'রে নিস্‌ পিউ-খেয়ালে,
লিপ্সাতে দিল্‌ ঠাস্‌লে পরে।

কোরক—বাইশ

গজল—কাওয়ালী

স্বর—যৎ

(মাত্‌লা-ভাগ)

দুলায় নাকি দিল-চোরারা
গহিন রাতে একলা ব'সে ?
লতিয়ে-লুটা শিথিল-আঁচল
ভিজায় নাকি আঁখির রসে ?

তারাও টেনে চক্ষু জোরে,
বসায় মনে রাত্-কাছারী ।—
আনমনেতে— না পেয়ে রায়—
কেশ টানে ও খোঁপা খসে ।

বল্‌বে কিনা মনের কথা
ঠিক কর্‌তে, তাদেরও যে
চক্ষু মুদে জাগায় জাগায়,
অরুণ-চোখের কোনা চসে ।

টেনে দরদ্   কেউ বা জরদ্,
          কেউ বা ভুগে   মিঠে-ব্যথা ;
কারও গেছে—   তাড়াতাড়ি
          খুল্‌তে গিয়ে—   বাঁধন ক'সে।

ধাক্-দেওয়াদের   কাঁপায় নাকি
          ধাক্কা-এসে   বিবেক হ'তে ?
দাপায় নাকি   দিল্-দলারা
          না-হক্-খুনের   খুন্ দরশে ?

(মাক্তা-ভাগ)

ইয়াসিন্!   তুই   পর্‌দা দেলের
          রাখ্ শুকিয়ে   'পিয়া'র তাপে ;
নয়ত সদা   ভিজায় ভিজায়
          দেখ্‌বি কবে   ধর্‌বে মশে।

কোরক—তেইশ

গজল—কাওয়ালী

সুর—সোহনী

(মাত্‌লা-ভাগ)

ভাব্‌বে কেন করতে নেবে ?
—উচিৎ ভাবা— করার আগে।
মুখের কথা— 'পিয়া'র প্রেমে
যাওয়া ম'রে মরার আগে!

সবাই বোঝে বিশদ রূপে,—
সয়না আগুন ভিজের গায়ে।
তাই বলে কি ভিজায় গেহ
আগুন কেহ ধরার আগে ?

মজা—ভজা— কেউ ছাড়া নয়,—
—বৃক্ষ-বীজের কুটুম্বিতা।
ভজার পরে কেউ বা মজে,
কেউ বা ভজন করার আগে।

বস্‌রাঈ-গুল্

মন-চাখাদের বিরহেতে
ডুক্‌রে কাঁদায় মস্ত লাভ।
খোদ্ খোদা চায় চোখ্ মুছাতে,
অশ্রু 'পিয়া'র ঝরার আগে।

কাঁদ্‌তাম আমি হাস্‌তে তুমি,—
—নাইক' সেদিন— নই আমি তা'
ছিলাম যাহা— সে—ই যে তোমার
বুক-ফুলিয়ে সরার আগে।

(মাক্তা-ভাগ)

রে ইয়াসিন্! এ ব্যাপারে
তোর খরচ ও মালীর লাভ—
ঝর্‌ল হাতে লক্ষ মালা—
এক মালা তার পরার আগে।

কোরক—চব্বিশ

গজল—কাওয়ালী

স্থর—ভীমপলশ্রী

(মাত্লা-ভাগ)

জল্‌দি করায় ফলার কালে,
ঘিরল বাধা হওয়া-কাজে।
দোড়ের দাম থোড়াই পেনু—
তোড়্ ভূগি হর্ জোড়ের মাঝে।

এক মালিকের— এক তুনিয়ায়
কেউ ছোট বা কে-উ জবর—
এ সওয়ালের সোজা জবাব,
—সব মানায় এক মাপের সাজে ?

সে করেছে তার যা' করার ;
হবার মেকী কি মোর নেকী ?
পীরের বাণী— সত্য সরল ;
—"ফল্‌ছে তেমন বুনছে যা' যে।"

বস্রাঈ-গুল্

খোঁজে ক'জন খোঁজার মতন ?—
খুঁজ্‌লে ম'জে— খোদাও মিলে।
'হয়না হাসেল্'— ফাজেল্ কথা ;
—মিছের মিছে— বাজের বাজে।

যা' পেলে কেউ জীবন হাসে,
ফাউ পাওয়া তা' হেঁসে হেঁসে ?
—"ধর্‌বও মাছ, না ছুঁই পানি"—
—খাম্-খেয়ালী, হয় না তা' যে।

(মাক্তা-ভাগ)

রে ইয়াসিন্ ! কর্‌না সেবা,
কিছু রে তোর্ মাতৃ-ভাষার
—"মুস্-তা-ফেলীন ফা-য়ে-লীন্"—
বাঁধ্‌বি গজল আর্‌বী-ধাঁজে।

কোরক—পঁচিশ

গজল—কাওয়ালী

(মাত্‌লা—ভাগ)

উৎলাবে না গেঁজ্‌লা লোহু
হৃদয়, 'পিয়া'র নেশার পরে ?
মাৎলামি যে জড় গেড়েছে
হরেক রঙীন্ রেশার পরে !

টান্‌ছে কোলে— ঠেল্‌ছে কোনে—
পিষ্‌ছে মোরে এই বলে সে,
—"বেরুবে রং মেহ্‌দী পাতার,
পাটার বুকে ঘেসার পরে।"

ফিরায় মালা, সাঁঝ্ ফুরাতেই—
দেখ্‌ছো 'পিয়া'র দুশ্‌মনিটা ?
তা-ও তা' ক'রে সবার অরুচ্
আঙুল-ডগায় পেষার পরে।

বস্‌রাঈ-গুল্‌

বুকেই ছিল পয়লা-নেশা,
গেছে এখন শরীর ছেয়ে,
মাত্‌লা লোহু পাগ্‌লা-বুকের
সূক্ষ্ম-শিরায় মেশার পরে।

গুলাবে না বুদ্ধি আমার ?—
—দোল্‌ খাওয়াতে ঘোলায় খুন্‌;
টোল্‌-খাওয়া যে তার পরে দিল্‌
পাঁজ্‌রা-কোনে ঠেসার পরে।

(মাক্তা-ভাগ)

রে ইয়াসিন্‌! মাস্‌ত্‌-নজর্‌,
ছাড়্‌না দেখা বদ্‌-নজরে,
বুঁজে নজর্‌ ডাক্‌না খোদায়
গহিন রাতে এশার পরে।

কোরক—ছাব্বিশ

গজল—কাওয়ালী

(মাত্‌লা—ভাগ)

যায়্‌-নমাজ্‌টা জল্‌দি জড়া—
দিল্‌ ভরা আজ্‌ জবর্‌ জোশে।
বিভোর হয়ে, স্যায়্‌না সাকী
কর্‌ছে স্মরণ আজ্‌কে ব'সে।

মাথার টুপী দে ফেলে আজ্‌
ছাড়্‌ কিছুক্ষণ আজ্‌কে জেকের্‌,
সেতার-তারে আজ্‌কে আবার
'রজন্‌' বারেক ঘস্‌ত' ক'সে।

নমাজে রাত্‌ জাগিস্‌নে আজ্‌
রাখ্‌ ঝুলিয়ে তস্‌বী-মালা—
সেই পেয়ালায় ঠোঁট লাগা ফের্‌
সাকী যা'তে শরাব্‌ নোশে।

পাগ্‌ড়ী হ'তে পাড়্ ছিঁড়ে নে—
বের্ কর্ তার জরীর স্থতো—
তাতেই মালা ফেল্ গেঁথে ফেল্
—বকে বকুক্ বিবেক রোষে।

হবে জবাব ভোরে তলব্;
ভাবনা কাতর সাঁঝেই কেন?
—যাবেই পাওয়া খোদার ক্ষমা,
যায়্-নমাজে কপাল ঘসে।

(মাত্রা-ভাগ)

রে ইয়াসিন্! 'পিয়া'র ধ্যানে
হ'না বে-খুদ্। জানিস্ না কি
সাচ্চা-হাদিস্?— হয় না গোনাহ্
রয় যতক্ষণ কেউ বে-হোঁশে।

কোরক—সাতাশ

গজল—কাওয়ালী

(মাত্লা-ভাগ)

ঘোর গরবী তোর দরদী,
বাস্বে ভাল— বল্বে না তো !!
সজল-লাজুক কাজ্লা-আঁখি
—দেখিয়ে তোমায়' ডল্বে না তো !!

———

জ্বাল্ খাচ্ছে মাটির পুতুল,
ভাঁটার মাঝের ইটের মত।—
গুদোম্-জ্বালে হচ্ছে হলুদ,
যতই জ্বলুক গল্বে না তো !!

ছাই-চাপা যে আঁচের আগুন,
নিব্বে না তা' মুখের ফুঁয়ে—
—জাওর-কাটা জপের বুলি
প্রাণের প্রেমে চল্বে না তো !!

বস্‌রাঈ-গুল্

যেই আশা এক নিব্‌ছে জ্বলে,
অপরে—আঁচ্ যোগায় বুকে;
জ্বল্‌বে শত কাঠের আঁটী—
'আকা'টা আর জ্বল্‌বে না তো !!

প্রেম ডুবে না নিরাশ হ'লেই,
ডোবার সাথে প্রিয়ার প্রীতি—
দুপুর গেলেই— পে-য়ে ঢালু—
টুপ্‌সে রবি ঢল্‌বে না তো !!

(মাক্তা-ভাগ)

কারও প্রেমে—রে ইয়াসিন্ !
তোমার 'পিয়া'ও মাস্‌ত-মাতাল
আর কী হবে হলেই খাড়া !
—পা থর্ থর্ টল্‌বে না তো !!

কোরক—আঠাশ

গজল-কাওয়ালী

(মাত্‌লা-ভাগ)

জ্বাল্ দেশলাই বুৎখানাতে
দে ছেড়ে তার্ ধার্‌ধারা,
যার কারণে ছারখারে আজ
তার ঘরে হায়্ মোর কারা !

হায়্ খোদা ! আয়্। নে, তুলে নে—
আর হব না কোল-হারা।
নেশার ঝোঁকে দিচ্ছি ঢেরি,
তার দুয়ারে, তোর্ ভারা !

নে, ধরে আজ !— রাখ্ ধরে তুই
পথ-ভোলারে তোর্ দ্বারে—
আর রব না তার হ'য়ে ফের্,
আর হব না দোর্ হারা।

পথ-ঘোরা এই আধ-মরাকে
কর্ ডোরে তোর্ চোর-বাঁধা—
—ডাক্-ঘোরে তোর্, ভোর হ'য়ে যাক্
ম্লান হওয়া তক্ সাঁঝ্-তারা।

যাক্ চুকে তার চোখ-চাওয়া, আর
মুখ-দেখা তার সার করা—
ছারখারে যাক্ তার ছবিখান!
—তুই-ই আমার শেষ-চারা।

(মাত্রা-ভাগ)

রে ইয়াসিন্! শক্ত বোঝা—
কারা আপন, পর কারা।

মোটের উপর— পিয়ার খাতের্
হয় আপনার, পর যা'রা।

কোরক—ঊনত্রিশ

গজল—কাওয়ালী

(মাতলা-ভাগ)

পাল-ছেঁড়া ও হাল্-ছাড়া মোর
পাঁথার অকুল— কুল কোথা ?
মাড়্ বুকে দে, পাড়্ ঢুঁড়ি ফের্
—এ ভুলের আর তুল কোথা ?

———

জাল-পিয়ারে জানের জ্বালায়
ঝাঁপ্ দে' জলে খাই খাবি,
দাঁউ-হারা তাই— নাউ ভাঙ্গা ফের্।
—বেকার খুঁজা— 'পুল্ কোথা...' ?

অবশ-বাহু— বুক ঠেলি, আর
কোনও মতে নাক ভাসাই—
থাই-হারা—তা-ও খাঁই তাহারি।
—মূল সাধনায় ভুল কোথা ?

বস্‌রাঙ্গী-গুল্

তোড়্-ঝড়ে ও আড়্-ঝরাতে
হাড়-জমা ও জান্-জ্বলা—
তাও গীতে মাস্‌ত্ —"কই পিয়া পিউ ?—…"
—পথ-ছাড়া এক চুল কোথা ?
ডুব্‌লে মরি ; —মর্‌লে ভাসি।
—এ রহস্যে কাঁপ্‌ছে দম্।
খুঁজ্‌ছি, খেয়ে হাবু-ডুবু,
—সৎ-সূচনার মূল কোথা ?

(মাক্তা-ভাগ)

রে ইয়াসিন্ ! 'পিয়া'র পীড়ন
বোল্‌তা বিছার কামড় নয়…
থোক্ ব্যথা কি ? —ব্যথার মলম
ঘস্‌বে তুমি ! —হুল্ কোথা ?

কোরক—তিরিশ

গজল—কাওয়ালী

(মাত্‌লা-ভাগ)

আজ্‌ কাতরে ফুঁক্‌রে কাঁদে
টেনে আচল্‌ চক্ষু ঢাকি···।
—হায়্‌রে খোদা! তোর মানা তাই—
সচ্ছি আমি— জ্বল্‌ছে সাকী!

আজ্‌ বুঝি চায় অবুঝ পিয়া
সলাজ-বোলে মিল্‌তে গলে।
বুঝ্‌ছে না সে পলের ভূলে
দুখায় লাখো মিলন চাখি।

সব চালে চাই দাঁড়িয়ে ভাবা
চরম-গতি পাওয়ার আগে।
চড়লে চরম, রইল কী আর?
—উঠার শেষ ও নামার বাকী!

বস্রাঈ-গুল্

রে—সাকিয়া! রূপ তো তোমার
থাক্‌বে একই দূ-রে, কা-ছে—
শুধু এ ভয়— চোখ্-ছোঁ'য়া-চিজ্
ঝাপ্‌সা দেখে মানব-আঁখি।

গরম স্বাদু,— শীতের দিনে।
শীতল মধুর— গরমি-কালে।
রোজ্-দারী কয়,— 'সব' মধুময়।
—যাক্ না জীবন রোজায় থাকি!

(মাস্কা-ভাগ)

রে ইয়াসিন্! নমাজীদের
আশীষ্ কাজের,— ফতোয়া বাজে;
জানিস্—জায়েজ্ বে-পরদাতে;
পরদা-মাঝে হারাম্ সাকী।

কোরক—একত্রিশ

গজল—কাওয়ালী

(মাত্‌লা-ভাগ)

গুল্—হাসিনা— হাস্‌নু—হেনা—
দেখনু কত লাখো লাখো।
দু এক তো তার লাগল 'মতন';—
'সমান' তো তার মিল্‌ল নাকো।

——

ঝাপ্‌সা-মত লাগ্‌ল চেনা,
চল্‌নু জোরে সেই বুঝি বা;
গেলাম কাছে। ভাঙ্‌ল ধাঁধা—
খেয়াল কারো··· পেলাম কাকো।

আবেগ মনে উঠ্‌লো দ্বিগুণ;
ডাক্‌লো তুফান পুরাণ-স্মৃতির।
হাঁক্‌ল বিবেক— "এমনি যোশে
বারেক যদি খোদায় ডাকো!!"

বস্‌রাঈ-গুল্

দিল্ খেলে জোশ্ তাহার তরে,
যেই বসি চুপ্ যায়্-নমাজে,
ভেদ-জানা মোর দোস্তো বলে,
—"কোন বাহানায় কী যে ঢাকো!"

ছাড়্‌বো যখন এ দুনিয়ায়,
শুধুই যাবে পুণ্য সাথে।
আর যাবে তার সাক্ষ্য হয়ে,
ভর্-বিরহের স্মৃতির আঁকও।

(মাক্তা-ভাগ)

রে ইয়াসিন! ভুলেও কভু
নেয় নাকো সে তোর্ তো খবর ;—
তুই কেন ফের্ তন্দ্রা এলেই
গেঙ্‌ড়ে চেঁচাস্ —"সুখেই থাকো?"

কোরক—বত্রিশ

গজল—কাওয়ালী

(মাত্‌লা ভাগ)

তারেই যখন দিলাম ছাড়ি—
 খোদা পাওয়ার কী আর বাকী!
ধ্যানের চোখ আজ্ হাঁস্‌ছে দেখে
 কেঁদে-আকুল কায়ার-আঁখি।

চরম-দুখ ও পরম-সুখ
 ধুন্‌ছে তুলো মনের মাঝে—
—সব দেখ্‌ছি গোধুলি-ময়—
 —আঁধার-আলোর মাখামাখি।

দোর্ ভিড়িয়ে মাস্‌তো-সাকীর
 যেই পায়েতে হাত রেখেছি—
সেই খোদা দেয় কড়া-নাড়া—
 দোর ধরে কী ঝাঁ-কা-ঝাঁ-কি।

বস্‌রাঈ-গুল্‌—

রে সাকিয়া ! দোর্‌ খুলে দে—
ডাক্‌ খোদারে ঘরের মাঝে।
—যাক্‌ মিটে তাঁর চিরটা কাল
দোর্‌ ভিড়ালেই হাঁ-কা-হাঁ-কি।

যা'—পিয়া যা'— বিদায় নে আজ্‌—
কাঁদ্‌গে গিয়ে। আর সহে না
দোঁহের পিছে দয়াময়ের
ফেউ এর মত থাকা-থাকি।

(মাক্ত-ভাগ)

ছি ইয়াসিন্‌ ! ধিক্‌ তোরে ধিক্‌—
মন যেন তোর্‌— সাকীর গলি !!
সাঝ্‌-ঘোরে 'এ', রাত্‌-ভোরে 'ও'—
গেলই না তোর্‌ চাখা-চাখি।

কোরক—তেত্রিশ

গজল—কাওয়ালী

(মাত্‌লা-ভাগ)

পথ চেয়ে চল।— পরের ঘরে
চোরা-চাওয়া ঝক্‌মারি।
আপন ছেড়ে পরকে দেখা—
ভাবের ঘরে মস্‌কারি।

সজল-চোখে 'পিয়া'য় দেখা,
খোদায় ডাকা চোখ্‌ বুঁজে—
দু'এর মানেই— বে-খুদ্‌ হওয়া,
—এক নেশারই রকমারি।

নিশান ক'রে 'একের' পরে,
নে কম করে দেখার সখ।
বন্ধ আঁখি তার পরে কর্‌
সে দেখারও সখ মারি।

বস্‌রাঈ-গুল্

পিউ-পিয়াসীর বুকের ঝাঁঝ্—
আর্‌বী-মরুর সাঁজাল "লূ্"।
—'পিয়া'য় খাড়া নাচিয়ে পোড়ায়
দম-ঠেকান ধাক্ মারি।

জোর্‌সে খাওয়া এক ধাক্কা—
হয় বাঁচা নয় মরাই সই ;
পর পর কী কড়া খাওয়া,
না আগেকার ঝোঁক্ সারি !—

(মাত্রা-ভাগ)

রে ইয়াসিন্ ! চোখ্ বুঁজে যা' ;
ঠিক সোজা ধর 'পিয়া'র পথ।
হড়্‌কে প'লেই পাশের খাদে,
শেষ সেথা, তোর মোখ্‌তারি।

কোরক—চৌত্রিশ

গজল—কাওয়ালী

(মাত্‌লা-ভাগ)

দেখ্‌নু কায়া,… জম্‌লো মায়া—
টান্‌নু কোলে— সরম্‌-মরা ;
বল্‌ল কানে —“এ ছাড়া আর
কী ভোগে তোর্‌ ধরম্‌-ভরা ?”

থাঁই ভরে কই পাওয়ার পরে ?—
‘হায় !’ ‘হায় !’ তাই ছুনিয়া ভরা।
তাই বলে—‘না’ ‘হাঁ’ না বলে—
পেলাম্‌ খেতাব —‘গরম-মরা’।

যার পরে আর ‘তার পরে !—’ নাই
—প্রেমের রাহার শেষ-কিনারায়,
সেই খানেতেই ‘হয়’—‘না হয়’ এর
যোগ বিয়োগের পরম্পরা।

লাগ্‌ল মিঠে— পয়লা-ভাগে
জাগ্‌লো মনে —'এমনি যাবে।'
—জান্‌তাম্ কি ?— পোকায় পোকায়
ফুল্ল-ফুলের মরম-ভরা!

হ'ল গরম খোষ্‌-গল্পে,
—ভাবনু,—'ধীমে কথায় হবে।'
—এখন একী!— যায়না তো আর
কথায় শুধু নরম করা!

(মাক্তা-ভাগ)

রে ইয়াসিন্! যোয়ান্-কালেই
দে ছেড়ে তোর চ্যাংড়া-খেয়াল।
মন বুঝান— বাধ্য হয়ে,
বৃদ্ধ-কালে করম-করা!

কোরক—পঁত্রিশ

গজল—কাওয়ালী

(মাত্‌লা ভাগ)

চোখ থাকা চাই দেখার তরে ;
—ঘট্‌ছে না কী ; আর কী ঘটে।
যা' নিকট, তা' ভাব্‌ছ দূরে—
দূরের তা' কে সন্নিকটে।

ফল মত ভোগ— কাজ মত ফল ;
—কাজের কায়া চিন্তা রটে।
—তাই দুখে তোর কেউ দায়ী নয়,
চিন্তা যে তোর্— তোর্ নিকটে !

চাও ঘুরাতে পাশের হাওয়া ?—
—ঘুরো নিজেই কোমর এঁটে।
দেখ্‌বে—ঘুরে অচল যা' তাও,
তোমার ঘুরার জোর-সাপটে।

শুনি সে খুব কাছেই থাকে।
—কাছে না থাক্‌ ;— আছে ত সে।
—লক্ষ লোকের সাক্ষ্য মোজুদ্‌ !
—যা রটে, তার কিছুও বটে !!

'বড়', 'ছোট', এই ধারণা
মনের গতির উপর ফোটে।
'ছোট'র বড় নয়ক বড়—
বল্‌ছে 'বড়' জোর-দাপটে।

(মাক্কা-ভাগ)

রে ইয়াসিন্‌ ! দেখিল ত' তুই
দোস্তেরা তোর 'গরীব' ধনী।
—নইলে চেলে দশ্‌ টাকা ধার,
জানায়—"কাটাই কী সঙ্কটে !"

কোরক—ছাব্বিশ

গজল—কাওয়ালী

(মাত্‌লা—ভাগ)

হাজলে দেহ খোঁজার শ্রমে,
যাবে পথের খবর পাওয়া।
আঁটীর নিবাস, শাঁসের নীচে—
বীজের বাসা— পরদা-ছাওয়া।

———

রয়না আগুন ফুঁয়ে—কাঠে ;
কণ্ঠে পোরা রয়না গাওয়া।
চোখ মেললেই যায় না দেখা—
—পাত্‌লেই হাত হয় না চাওয়া।

সব আঁসু কি মায়া ঝরায় ?
—অনেক যোয়ান্‌ রাগেও কাঁদে।
নয়ত গরম সকল আগুন—
নয়ক মলয় সকল হাওয়া।

গাদ্ হবে বাদ খাদ্ থাকলে,
এক ছেঁদা ঢের,— সব চুয়াতে।
নেমে পথে, চেলেই পিছে
সার চলা হয়। —হয় না যাওয়া।

খাঁই দরকার পাগল-করা—
ডাক ফুটা চাই সত্তা-ভোলা ;
এমন সুরে যাহার ঘোরে,
হয় না খিদে রয়না খাওয়া।

(মাক্তা-ভাগ)

রে ইয়াসিন্! বাজনা হারাম্
তোর তরে, যার হয় না কভূ,
গাওয়ার আগে— গীতের শেষে,
চোখের জলে বুকের নাওয়া।

কোরক—সাঁইত্রিশ

গজল—কাওয়ালী

(মাত্‌লা-ভাগ)

সইবে না তাপ্‌ জানিস্‌ যদি
আঁচ্‌ বুঝে ক্যান্‌ সরলিনে ?
—ঝাঁই-পোড়া ধড় টানার চেয়ে,
ছাই হ'য়ে ক্যান্‌ মরলিনে ?

আছাড়্‌ সয়ে, ছেঁচ্‌ড়ে গিয়ে
ছিলই থাকা, পায়ের পর ?
—জানিস্‌ যদি ফস্‌কাবে হাত,—
কামড়ে কেন ধরলিনে ?

কুটীর-গড়া, তাজ্‌-রচনা—
একই শ্রমে হবার নয়।
জানিস্‌ যদি সইলে পেতিস্‌,
দেরীই কেন করলিনে ?

বসরাঈ-গুল

না পার পেতিস্ জ্যান্ত ভেসে,
মরেই ভেসে হতিস্ পার...
—জানিস্ যদি গুঞ্জে তুফান,
তীরেই কেন ডরলি নে ?

মরছিস্—তাও দেখ্‌তে পিয়া,
উল্‌টে টানিস্ মোর্‌দা চোখ !
—এতই গাঢ় যোশ্ ছিল ত'
খোদায় কেন স্মরলি নে ?

(মাত্রা-ভাগ)

রে ইয়াসিন্ ! দাপাস্ রাতে
হাঁপাস্ দিনে —না পাস্ সুখ।
—জানিস্ যদি নাই তা' হেথা
দুখেই কেন বরলিনে ?

কোরক—আটত্রিশ

গজল—কাওয়ালী

(মাত্‌লা-ভাগ)

শুন্‌ছি পিয়া চায় না মোরে—
মিছেই আমার কাঁদে প্রাণ ?
—মিল না হলে টানের মাঝে
ঝঙ্কারে কি সাধে তান ?

স্বজন পর হয় টান অভাবে।—
নয় অনর্থক তবে টান্ ?
কাজেই এ টান সাধে, তারই
পয়লা দানের প্রতিদান।

কাঁপ্‌বে দুই-ই, প্রকার ভেদে ;—
ধাক্কা-খাওয়া, আর কোরা।
—এক বাঁধে গান সুর বুঝে, আর
এক শুনে সুর, বাঁধে গান।

পাওনা ধ্রুব এমন চাওয়ায় ;
—স্থির হোক্‌না 'পিয়া'র মত।
ভাসা-বালুই চলতি নদীর
বাঁধ বাঁধ্‌বে —থাম্‌লে বান।

মিলন,—স্মৃতি, দূর বেশী কি ?
—কায়া—ছায়া এক রূপের।
—চাইনে সাকী দাওয়াই গেলাস
দা-ও না, স্মৃতির অনুপান।

———

(মাক্কা-ভাগ)

রে ইয়াসিন্‌! এইত ঈমান্‌—
'সদাই শুভ' পুণ্য-ফল।
যদিও দেখে সদ্য-ফলন,
কাঁদে পূর্ব্ব অনুমান।

কোরক—উনচাল্লশ

গজল—কাওয়ালী

(মাত্‌লা-ভাগ)

রাখ্‌বে মনে— রইবে না দিন,
যাবেই চলে, থাকবে কথা।
আপন বুকে ভুগ্‌তে হবে,
উল্‌টে তোমায় আমার ব্যথা।

কর্‌লে গরব রূপের ভারার ;—
দীপ্ত আগুন নিভলে—ছাই।
গেলে উজান— আস্‌বে ভাটা।
চল্‌বে রূপের এ উচ্চতা।

তুষ্টি যেথা দেখেই শুধু,
মিলন সেথা, —পুতুল বিয়ে।
দিও দেখা দাঁড়িয়ে দূরেই—
এই আদি, এই শেষের কথা।

দিবস যাপি যেমন আমি,
হ'ত তোমার তেমন যদি—
রাখ্‌তে ধরে পারত কি কেউ ?
—থাক্‌তো কি আর এ দূরতা ?

গড়্‌লে কত কায়দা-কলম্
তুল্‌লে কত ত্রাসের হেতু।...
—সাচ্চা হলে প্রেমের পিয়াস্
কৈফিয়ৎ হয় কথার কথা !

(মাক্তা-ভাগ)

ইয়াসিন্ তোর পাওনা দেখে—
আসে কান্না হাঁসির পরে।
দিল দরদ্ বান্দা খোদার,
খোদার দান—এ দরিদ্রতা।

কোরক—চল্লিশ

গজল—কাওয়ালী

(মাত্‌লা-ভাগ)

চোখ ভরে না রূপ দেখে যার,
হয় না মিলন তার সাথে।
পরম আপন প্রাণের 'পিয়া'
যায় হয়ে পর, পর-হাতে।

বিজ্‌লী-নাড়া প্রথম নেশার,
মানুষটারে নাশ করে।
—জ্যান্ত-মরা সে দুনিয়ায়,
যার ধরে মন একটাতে।

বিধান বিধির এই কি বাঁধা ?
—রইবে আশায় আকুল আঁখ্ ?
তার পরে ফের্, দুনিয়া দিবে
সেঁটে কুনাম নামটাতে ?—

বস্‌রাঈ-গুল

প্রেমের স্মৃতি   লাজুক প্রিয়ার,
    পেস্তা-পেষা   কর্‌ছে দিল্‌,—
দিবায় চাওয়ায়   দরদ্‌ চোখে ;—
    আর, কাটে রাত   কান্নাতে।

শতেক কচী   কৃতীর ক্রেতা—
    যার কারণে   কুল-কালি—
রয় শুধু তার   শূন্য-স্মৃতি
    বাঁচায় মরায়   দগ্ধাতে।

(মাক্তা-ভাগ)

ঠেকে শিখে   কেউ ইয়াসিন্‌,
    কেউ বা দেখে—   জ্ঞানী দুই-ই।
গুরু করিস্‌   তাঁকেই, যাহার
    বোধন ঠেকে   শিক্ষাতে।

আশী

কোরক—একচল্লিশ

গজল—কাওয়ালী

(মাত্‌লা ভাগ)

বেশত ! ‘ভুলের দেশে’ ছিনু ।
—ভর্‌লি খোদা, মাটীর কায়ে ;
ব্যথাই, যদি বাঁচার মানে—
ফের্‌ ‘সেথা’ তুই, দে—পাঠায়ে ।

খুঁজা—পূজা,— প্রেমে মজা—
ব্যাকুলতা, সবার মাঝে ।
আকুল হয়ে, বুক ফাটান,
চোখ-টাটানি, দে—মিটায়ে ।

খাটা—আরাম ; —ন্যায্য দামে ।
মোর খাটুনি সব বেগারে ।
দামত’ কিছু পর হতে পাই ;—
স্বজন মুফৎ, নেয় খাটায়ে !

ছাউনির বল,　　ঠাটের পরে ।—
　　সয়না যে আর,　　মড়্‌কা-ঠাটে ।
ঝাঁকির চোটে,　　ফাটায় ফাটায়,
　　দিবানিশি　　যাই টাটায়ে ।

টানের চাপে　　চিম্‌ড়ে জিনিষ,
　　বাড়ে থো-ড়া ;　　পরেই ফাটে ।
হৃদয় ঠাসা—　　দুঃখ তাপে,
　　নাই ঠাঁই আর—　　নিই আঁটায়ে ।

(মাক্তা-ভাগ)

রে ইয়াসিন্‌ !　এ দুনিয়ায়
　　চাস্‌ যদি তুই,—　　'মানুষ' হ'তে,
রূপের ডালি　　দেখ্‌লে যাবি,
　　নীচ্‌-নজরে,　　পাশ্‌ কাটায়ে ।

কোরক—বিয়াল্লিশ

গজল—কাওয়ালী

(মাত্‌লা—ভাগ)

দিব্য পরশ ?— ভাগ্য বলে।
নয়—জ্বলা সার বোল্ চালে।
গুম্‌সে পচে, লক্ষ 'যোড়া',
লৌকিকতার গোলমালে।

ভান-ধম্‌কি, পিছ্-থেকে-ডাক,
হলেও হেলার, —ঠেলার নয়।
লাগে 'বিষম' ; পানের সময়
পানের আধার, টল্‌কালে।

চা-পা-চা-পি, ঠা-সা-ঠা-সি,
উৎপাদনের কমায় বল।
—বাঁধা-হাওয়ার গাছ গুলিতে
হয় না মুকুল, ফল কালে।

বস্‌রাঈ-গুল্

হয় 'গুনহীন', গরীব গুণী।—
'বড়'র দিকেই, সবার ঝোঁক্।
উস্‌কো মাথা বাবুই-বাসা।—
তেলোয়, লোকে তেল ঢালে।

জ্বালার আগুন— বাইরে ঘরে।
—মুগ্ধ-'যোড়া'র, শতেক দুখ।
—হয় বিবরণ তাদের কথার,
তাল—তিলে, ও তিল্—তালে।

(মাক্তা-ভাগ)

স্বচ্ছ বারির পিয়াসী তুই।
—চা' ইয়াসিন্, আস্‌মানে।
যাস্‌নিকো আর, পচা-মাটীর
শেওলা-ঢাকা বিল খালে।

কোরক—তেতাল্লিশ

গজল—কাওয়ালী

(মাত্‌লা-ভাগ)

না হ'লে কাজ, মনের মতন,
কারও মনই ধর্‌বে না।
—মর্‌ আগে, নয় তোর্‌ তরে ফের্‌
সে কেন?—কে-উ মরবে না।

দেওয়ার মাঝেও, অনেক রীতি।—
কেউ কি দিলেই পাতে হাত?—
যেচে-দেওয়া পূজার ফুলও,
সে কেন?—কে-উ পরবে না।

থাকলে অটল,— বল্‌বে 'ধর...।
—বিশ্বাস্তের জবর্‌ জোর।
বিশ্বাসীকে সব সঁপিতে,
সে কেন?—কে-উ ডর্‌বে না।

'পাওনা' মানে— 'দেওয়া'-ফেরৎ।
—চাও পেতে ত', পয়লা দাও।
নিঃস্ব-সেবা তোমার যেচে,
সে কেন ?—কে-উ করবে না।

প্রেমের মানে— 'বে-হুঁশ্‌ থাকা'
একজনেরই স্মৃতির ঘায়।
—দেখ্‌লে ছু-টান, এক পা আগে,
সে কেন ?—কে-উ সরবে না।

(মাক্তা-ভাগ)

রে ইয়াসিন্‌ ! দেরী কী আর ?
প্রিয়ার পিয়ার, খোদায় ঢাল্‌।—
পড়লে নাড়ী ভরলে আয়ু,
সে ছাড়া, কে-উ তরবে না।

কোরক—চুয়াল্লিশ

গজল—কাওয়ালী

(মাত্‌লা-ভাগ)

দেখলেই রূপ, চাই ধরা বুক ;—
দোল্ খেলে, দিল্ ঘুর্‌তে পারে।—
ফুল্‌কি-আগুন গুল্‌গালে ফের্,
লৌহ-মহল্ পুড়্‌তে পারে।

ঝল্‌কা-দেখাও নয়ক' হেলার,—
বহু-'একটু'— 'বেশীর' বাড়া।
ফোঁটা ফোঁটাই ঝর্‌লে সদা,
পানি পাথর খুঁড়্‌তে পারে।

পিঞ্জরা-পোরা,— পোষা-পাখী
জঙ্‌লা-বাসের উড়্‌তি-পশু।
দিলে সুযোগ, দোর্ খুলে তায়,
—জঙ্‌লী হ'য়ে উড়্‌তে পারে।

বস্‌রাঈ-গুল্

বহু ঘটন পায়না জনম,
না পেলে জোর, অবস্থাতে।
যারা পৃথক চল্‌তি হালে,
পেলেই গরম, জুড়্‌তে পারে।

জ্ঞান না থাকা অনেক ভাল,
খারাপ-চিজের অবস্থিতির।
—মানুষই ত' হাল্‌কা দেলের!
—কৌতুহলেও, ঢুঁড়্‌তে পারে!!

(মাক্তা-ভাগ)

যাক্‌—ইয়াসিন্‌, কর্‌বে কী আর!
সাচ্চা ছেড়ে, মিথ্যে ধর।
—'ছোট' হয়েও, দেখাও 'বড়'।
নয়,—ছাগলে মুড়্‌তে পারে।

কোরক—পঁয়তাল্লিশ

গজল—কাওয়ালী

(মাত্‌লা-ভাগ)

'ভাঙ্‌লে জলুস্, রইবে প'ড়ে,
    সাজের পাতা, শুক্‌নো ফুল'।
—বুঝলে আগে, নাচ্‌বে নাকো
    দিল্ পুলকে, দোদুল্-দুল্।

প্রিয়ার প্রেমের ভেল-জ্বলনে,
    ঐশী-প্রেমে, মজ্‌লে পর,
হয় সার্থক— ব্যাকুলতা।
    —নয়ত' জ্বলাই নিছক্ ভুল।

দেখেই হাতী চক্ষুষ্মান্,
    কী বেগে দেয় সটান্ ছুট্!
দু-চোখ-কাণা তারই পায়ে,
    দেয় ভেবে ঠেস্ থামের মূল।

বস্‌রাঈ-গুল্‌

লাভটাই কী— পেলে 'পিয়া'য় ?—
কাট্‌লে জেগে, মাঘের রাত ?
—টান্‌বে ছু-দিন, মাত্‌লা-ফাগুণ,
ছু-এক-যুগের নেশার ঝুল।

মূল্যের ফের্— নজর্ ফেরে।
—বুঝের ভেদে, নজর্ ভেদ।
—কেউ নেড়ে খুশ্, পাই, দাম্‌ড়ি ;
কেউ ছুঁড়ে কয় —'পথের ধূল'।

(মাক্তা-ভাগ)

'রূপের কায়ায়, তাঁরই ছায়া।'
রে ইয়াসিন্! নয়ত' বল্—
কিসের বলে দিল্-চোরারা
অবলা তাও, —বল-বহুল ?

কোরক—ছিয়াল্লিশ

গজল—কাওয়ালী

(মাত্‌লা—ভাগ)

বল্‌লে তারে, যা' বলে মন—
ক্ষ্যাপা বই, সে বল্‌বে না।
বহুল বাণী —বুকে-বলা,
মুখে, বলাই চল্‌বে না।

———

ভাঁজ্‌ছি মনে, হাজার কথা—
হচ্ছে মানে দু-একটীর।
বোল্ বে-আড়া এতই যাহার,
তার বোলে, সে —টল্‌বে না।

পাগ্‌লা-বকা উহ্য-মনের,
যার হয়ে যায়, —'পিউ কাঁহা?'
জ্বলবে পাথর তার কথাতে,—
'পিয়া' কী ছার? —জ্বল্‌বে না?

বস্‌রাঈ-গুল্‌

'ধর্‌না বুকে...,"　　মনের হুকুম।
　　মুখ আওড়ায়—　　"পায় ধরি··· ।"
জান্‌তে পেলে　　ভাবুক 'পিয়া',
　　চল্‌তে গিয়ে,　　চল্‌বে না।

মনের রোদন—　　"এক্ষুণি চাই..."
　　মুখের বড়াই—　"কী দরকার ?"—
জুয়া-চুরি—　　নিজের ভিতর !
　　—ঘাট্‌তি কেন　　ফল্‌বে না ?

(মাক্কা-ভাগ)

রাখ্‌বি ঈমান্—　　রে ইয়াসিন্ !—
　　পর ঠগালে,　　ঠগ্‌বি খোদ্।
তুই যদি না　　ছলিস্‌ কাকো,
　　তোকেও রে, কেউ　　ছল্‌বে না।

কোরক—সাতচল্লিশ

গজল—কাওয়ালী

(মাত্‌লা-ভাগ)

কাহার মাঝে, ভার কতটা ;—
যায় না বলা, —কাজ না পলে।
দিন বিশেষের মন্দ-ভাল,
যায় না বলা, —সাঁঝ্ না হলে।

———

দু-জনাতে— 'চায় কে বেশী'
যাবেই নাকো যাচাই করা,
দু-য়ের মাঝে একের জ্বালার,
সময় বশে, —ঝাঁঝ্ না পলে।

সে কাজের শেষ ভাবাই বৃথা,
পায়নি জনম আরম্ভ যার।
—আসাই বৃথা, ডাকের আগে।
—বৃথাই ডাকা, —লাজ না মলে।

বস্‌রাঈ-গুল্

প্রেম আলোকের, —নয় আঁধারের,
সিদ্ধ-সাধক বল্‌ছে তার,
হয়েও ভোগে চোর-ঘেরা যার,
উদাস যোগীর সাজ্‌ না টলে।

"দুখেও সুখী— সুখেও মরা—,"
বলে এরেই— 'সমর্পণ'।
আশার নাশেও, সব-পাওয়া সে
মনের যাহার, ধাঁজ্‌ না ঢলে।

(মাক্তা-ভাগ)

রে ইয়াসিন্‌! আসলে রাতি,
জাগিস্‌ রে তুই, নিবিয়ে দীপ্‌;
দেখিস্‌ যদি 'পিয়া'র কাজে,
জ্বল্‌লে বাতি, কাজ না চলে।

"না-তিয়াহ"

ওগো—ছুনিয়ার সেরা, আরবের নবী—
মহম্মদ রসুল্‌।
তুমি—জ্ঞানীকুল-গুরু, পুণ্যকল্পতরু,
—আল্লাহ্‌র মক্‌বুল্‌।

বহালে দরিয়া, তাপিত মরুতে
ফুটালে পাথরে ফুল ;
জঙ্‌লী পশুর, ফুটাইয়া ভাষা
দিলে গড়ে বুল্‌বুল্‌।

শিখালে সবারে সাম্য-বারতা—
বিশ্বের ভাঙিলে ভুল,
বসালে সমানে বাদশা—গোলামে,
ভেদ নাহি এক চুল।

আছাড়ি' পড়িয়া পাষাণ-প্রতিমা
লুটেছে তোমার পায়,
ফুকারি বলেছে— "দোষ বান্দার,
মোদের কী দোষ তায় ?"

"গাহিতেছ তুমি যাঁর গীতি নবী,
তাঁরি মোরা বুল্‌বুল্‌।
—পুজারীর পূজা মানব করিছে,
শোধন কর এ ভূল।"

———

শত তস্‌লীম্‌, সালামো আলায়্‌ক্‌, সাল্লে আলায়্‌ক্‌ নবী

যখন মর্ত্তে ভ্রষ্ট, ভ্রান্ত,
দৃপ্ত ভোগীর রাজ ;
যখন ধরিত ধূর্ত্ত দুষ্টে,
ধ্বস্ত-ধরিত্রী-তাজ ;
যখন করিত লক্ষ লিপ্সু
হেলায় লালসা ক্রীড়া ;
যখন নাশিত ভণ্ড-ভক্তে
বাল-অবলার ব্রীড়া ;

যখন মানব মুক্ত দানব, —মাত্র আদম-ছবি,
তখন ধরার মত্ত মরুতে এসেছিলে তুমি নবী।

যখন হইলে কন্যা, মারিত
মর্দ্দিয়া গর্দ্দানে ;
যখন শোভিত পিতৃ-মরণে,
বিমাতা পত্নী স্থানে ;

যখন লুটিত দরিদ্র-ভার্য্যা
শক্ত লোচ্চা, জোরে ;
যখন নাচিত মাতা ও কন্যা
নগ্না,—ধনীর ঘরে ;

তখন ভেদিয়া নিসম্পাত-নভঃ রশ্মি-রুদ্র-রবি
হইয়া ভাতিলে, নিঃস্ব-নৃপতি সার্ব্বভৌম নবী।

যবে না করিলে না-হক্-হত্যা,
হ'ত না যুবক কৃতী ;
যখন দূষিত ঐশী-প্রেমের
জ্ঞান-গম্ভীর-স্মৃতি ;
যখন জাগিলে সজাত-ধর্ম্মের
বিশ্ব-স্রষ্টার ভয়,
না পেত ভাবিয়া শুদ্ধার্চ্চণার
পূর্ণ-পদ্ধতি-চয় ;

তবে এলে বয়ে' কোরাণ মর্ত্তে, হাদিস্ রচনার কবি,
যুগ যুগ পরে, আল্লাহ্‌র প্রেমে, মজাতে আমারে নবী !

তুমি বিশ্বনবী তৃণ কাঁটা দলি,
রচেছ যে পথ পায়,
শুধু সেই পথে নাহি দিক্‌ভূল,
নাহি আঁখি ধাঁধাঁ খায়।

পূর্ণ ক্ষত্রনীতি শিখালে করিয়া,
বত্রিশ সমরে জয়।
পাঁচিশ-গুণেরে, জিতিয়া দেখালে
রণ-চাল কারে কয়।
—লহু-লাল-অসি ওহদ-জঙ্গের,
যখনও ভরনি খাপে,
রণ-উগ্র তব ক্ষত্র-আঁখে আঁসু,
এতিমের শোক তাপে।

সম্ভব হেন আত্ম-স্থিরতা তোমারই ক্ষমতায়,
কল্পনাতীত এ হেন দৃশ্য, সর্দ্দি—বক্ষির গায়।

মহা সেনাপতি ! নক্‌শা এঁকেছ
সার্ব্বজনীন মাপে,
পদ বিক্ষেপের জীবন যুদ্ধে,
প্রতি পথে, প্রতিধাপে।
প্রতি বাঁধে, খাদে, সুদিনে, নিদানে,
যা' হ'তে পারে পেশ্,
মিমাংসা দিয়েছ তার সংক্ষেপে,
—'হ্যাঁ' এ 'না' এ করি শেষ।

হোঁশ্-হরা সুখে, প্রাণ-নাশা শোকে, তব পথে না যে ধায়,
তার দিক্-ভুল, ধরাবাঁধা ভালে, পথ-চোরা আলেয়ায়।

—০—

ভাস্‌রে ব'য়ে মলয় লয়ে,
মোর বেদন, ওই মদিনায়

চুমিয়া লক্ষ
ফুলের বক্ষ,
পশিবে, যখন মদিনায়,—
জানাস্ বাতাস্
আমার হতাশ
পাপীর পোড়ার দিল্ কি চায়।

পাপের ভারা
মাথায় খাড়া,
পরদেশেতে ক্লান্ত কায়,
পাপের তাপে,
বুকের ভাপে,
শ্রান্ত আমি, যায়্-বেযায়্।

প্রাণের ডোর
ঝল্‌সা মোর,
দুনেদারীর বিষ-হাওয়ায়।
গোণার ফলে
নিশেস্ জ্বলে,
দিল্ চলে, তাও মোর্‌দা প্রায়।

দিস্ এ খবর
জরুরি জবর,
—বুঝিয়ে বলিস্ প্রাণের দায়;
সেই সে দেশে
যেথায় হেঁসে
বাদসা ফকির হাত মিলায়।

(গান)

মুখোমুখি হলেই আমি   আপন-হারা হই—
(আমি) কেমনে সব কই ?

থাকে বলার কত সালের
কত পুরাণ চাওয়া,
পাওনা থাকে কত কালের,
কত প্রাণের পাওয়া ;—

কেন তাহার সাম্‌নে পলে   অমন ধারা হই—
(শুধু) আশায় থাকা সই !

সাজাই কত বাঁধন বেধে,
বুকের ব্যাকুল বুলি,
কোনও ছলে বলেও ফেলি
সকল সরম ভুলি ;

বুক পেতে সে বল্‌লে নিতে পাগল পারা হই ;
(স'রে) নয়ন পেতে রই।

—০—

(গান)

প্রিয়—একলা পেলেও অনেক কথা
কইতে, সরম লাগে গো।
তাই—প্রাণের পীড়ার অনেক ব্যথা,
কইনে তোমার আগে গো।

জেনো—কহিতে যাইয়া যে সব স্বর,
বুকেতে আড়ায়ে, বাধে,—
আর—রুদ্ধ কণ্ঠের বদ্ধ-হাওয়ায়,
ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া, কাঁদে,

তারাই—রুক্ষ-আঁখির উদাস কোণে
তুলায়, মুকুতা রাগে গো।

তুমি—বুঝ্‌বে যেদিন লুকান ব্যথা,
আমার উদাস সাজে,
যবে—আমারি ছবি লাগ্‌বে সেরা
লক্ষ রূপের মাঝে,

ওগো—বুঝ্‌বে সেদিন স্বর্গ কী ছার—
সত্য-প্রেমের আগে গো।

———

(কুঞ্চিকা)

(আ)

আজব্—আশ্চর্য্য।

আপ্‌সে—নিজেনিজেই।

আমল্—সময় ; কাল।

আস্তানা—ফকির, ও সাধক ইত্যাদির একত্রে বসিবার স্থান।

(ঈ)

ঈমান—(স্রষ্টার) বিশ্বাস ও ভয়

ঈমান-দার—ঈমান রাখে যে।

(এ)

এশা—মুসলমানদের পঞ্চম প্রার্থনার কাল (রাত্রের প্রথম ভাগে)।

(ও)

ওলি—বাক্-সিদ্ধ-ফকির।

(ক)

কদম্—পদ-ক্ষেপ।

কদর্—মর্য্যাদা।

কসম্—শপথ।

কাফের্—(সত্যের)গোপনকারী।

কোরা—নুতন।

(খ)

খাম্—ছোট ; গোলমেলে।

খুশ-বু—সুগন্ধ।

খেয়াল্—চিন্তা।

খেয়ালী—কাল্পনিক।

খোদ্, খুদ্—নিজেই ; নিজের।

খোশ্, খুশ্—আনন্দিত।

খোশ্-খেয়ালে—স্বেচ্ছায়।

খোল্‌তা—ফুটন্ত।

(গ)

গরজ্—প্রয়োজন ; প্ররোচন।

গলদ্—ভুল।

গুল্—ফুল, (ডাক-নামে খুব বেশী ব্যবহৃত হয়)।

গোনাহ—পাপ।

গোর্—কবর।

(ঘ)

ঘাট্তি—ক্ষতিকারক।

(চ)

চাড়্—আকাঙ্ক্ষা।

চিজ্—জিনিষ।

(জ)

জবর্—শক্তিমান।

জরদ্—হল্‌দে।

জলুস্—আমোদ-সভা।

জায়েজ্—ধর্ম্মানুমোদিত।

জাহেল্—অজ্ঞ।

জী-নাহ্—'আজ্ঞে' না (প্রশ্নোত্তরে ব্যবহৃত)।

জেকের্—ইস্‌লামের স্থফী মতে যোগাবেশ হইয়া খোদার ক্রমাগত নামোচ্চারণ।

জেন্দা—জীবিত।

জোশ্— মনের অটুট তেজ।

(ন)

নও—নূতন।

নজির্—প্রমাণ।

নাকাল্—হায়রান, ক্লান্ত।

না-ঘার হী কা, না ঘাটকা—না ঘরের—না ঘাটের।

না-চার্—বাধ্য।

না-হক্—কারণশূন্য।

না-হক্-খুন্—নির্দ্দোষ ব্যক্তির হত্যা।

নূর্—জ্যোতি।

নেকী—পুণ্যের কার্য্য।

নোশে—পান করে।

(ত)

তাসীর্—ফল।

তৌবা—অধর্ম্মের কার্য্য হইতে (শপথাবদ্ধ হইয়া) প্রত্যাবর্ত্তন।

(দ)

দরদ্—ব্যথা।

দার্-বাদার্—এক দরজা হইতে অন্য দরজাতে।

দেল্, দিল্—হৃৎ-পিণ্ড।

(প)

পরোয়ানা—এক প্রকার সবুজ রঙের ছোট পতঙ্গ, যাহা এদেশে শরৎ কালে বহুল পরিমাণে দেখা যায়।

পসিনা—স্বেদ।

পিয়া– মানস-প্রতিমা।

পিয়ার্—ভালবাসা।

পীনা—পান করা।

পেস্তা-পেশা—সব দিক হইতে পিষিয়া ফেলা।

(ফ)

ফতোয়া—ধর্ম্মানুগত আইনের নির্দ্দেশ।

ফাজেল্—বৃথা।

ফাল্তু—বৃথা। অকেজো।

(ব)

বান্দা—উপাসক (প্রচলিত অর্থ—মানুষ)

বাহানা—ভান।

বুত্—প্রতিমা (গজলে—মানস-প্রতিমা)

বুৎ-খানা—মন্দির (গজলে প্রেমিকার গৃহ)

বুৎ-পরস্তী—প্রতিমা পূজা।

বে-ঈমানী—সত্যের অপলাপ।

বে-খুদ্—আত্মহারা (সমাধিস্থ)

(ম)

মওজ্—ঢেউ।

মাফ্—ক্ষমা।

মাস্তো—পাগল।

মুসতা-ফেলীন-ফায়ে-লীন্—আরবী একটী ছন্দের সূত্র।

মেওয়া—সুমিষ্ট ফল।

মেহ্দী—একপ্রকার গাছ। উহার পাতার রং মুসলমান ললনারা আল্তার স্থলে ব্যবহার করেন।

মোর্দা, মুর্দ্দা—মৃত।

মোলাকাৎ—দেখা-শুনা।

(য)

যায়্—স্থান

যায়-নামাজ্—নমাজের আসন

যায়্-যতনে—যত্নের যায়গাতে।

যোয়ানী—যৌবন।

(র)

রদ্—পরিবর্ত্তন।

রোজা—মুসলমানের উপবাস।

রোজ্-দারী—উপবাস ব্রতাবলম্বী।

(ল)

'লূ'—আরবের মরুতে উৎপন্ন এক প্রকার বিষাক্ত গ্যাস-সমন্বিত গরম, ঘূর্ণী-বাত্যা।

লোউ, লোহু—রক্ত।

(শ)

শুল্‌গালে—ধীরে ধীরে প্রজ্বলিত হইলে।

(স)

সওয়াল্—প্রশ্ন।

সফর্—যাত্রা, অভিযান।

সাকী—যে শরাবের পেয়ালা ভরিয়া দেয়।

সাচ্চা—ঠিক।

সীনা—বক্ষঃস্থল।

(হ)

হর্—প্রত্যেক।

হারাম্—নিষিদ্ধ।

হাসেল্—লাভ।

হাসিনা—সুন্দরী। (গজলে—ডাক-নাম বিশেষ)

হাস্‌না—হাসিনার অপভ্রংশ (গজলে—ডাক নাম।)